বীর বালক

প্রফুল্লময়ী দেবী

বীর বালক

(কাব্য)

শ্রীমতী (প্রফুল্লময়ী) দেবী ।
প্রণীত

কলিকাতা
শ্রীপ্রমথনাথ সেন
প্রকাশিত
১৩১৬

কলিকাতা,
১নং অক্রুর দত্তের গলি,
"বী" প্রেসে
পশুপতি ঘোষ
মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

পরম সম্মানাস্পদ ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র
দাসগুপ্ত এম. এ. বি. এল. শ্রীচরণ কমলেষু।

দাদা,

হেমন্তে আনন্দ ভরা, হিমসিক্ত বসুন্ধরা,
হরষে মোহিনী উষা সুষমা ছড়ায়;
ললাটে বালার্ক ভাসে, আঁচলে কুসুম হাসে,
কলকণ্ঠ মধুস্বরে আগমনী গায়।
হাসিমুখে দেববালা জগত জাগায়!
আজি বিজয়ার পরে, আসিয়াছি হর্ষভরে,
প্রণমিতে পূজনীয়! ও রাতুল পায়;—
আশার কুহকে ভুলি' মনোজ কুসুম তুলি'
আনিয়াছি প্রীত চিতে পূজিতে তোমায়!
উৎসাহ-শিশিরে তব প্রস্ফুট প্রসূন নব,
কাহার চরণ তলে দিব উপহার?
জানি আমি, অর্ঘ্য মম, বড়ই অযোগ্যতম,
এ নহে অনন্ত-গন্ধ নন্দন-মন্দার!
বুঝিয়াছি তব হিয়া, গঠিত দেবত্ব দিয়া;—
সে সাহসে এনেছি এ পূজার সম্ভার;
সস্নেহ করুণ আঁখি, তার পানে চাবে নাকি?
লহ ও যুগল পদে ভক্তি নমস্কার।

স্নেহাভিলাষিনী—

প্রফুল্ল।

ভূমিকা

আমি সানন্দে পাঠকবর্গের সহিত "বীর বালক" রচয়িত্রীর পরিচয় করিয়া দিতেছি। গ্রন্থকর্ত্রীর সহিত আমার পরিচয় নাই। কিন্তু অবগত হইলাম তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের জনৈক তরুণ বয়স্কা মহিলা। তাঁহার এই প্রথম উদ্যম। তাঁহার এই রচনা পাঠ করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি, তিনি যে এই অল্প বয়সে মাইকেলের ছন্দোবন্ধ ও ভঙ্গী কিরূপ আয়ত্ত করিয়াছেন এবং কিরূপ সরল শুদ্ধ ভাবে তিনি তাঁহার কোমল ভাবগুলি প্রকাশ করিতে পারেন। সুখের বিষয় যে এই মহিলা কবি আধুনিক ভাবহীন ঝঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া বিপথে যান নাই এবং সেই দুর্নীতির দূষিত বায়ু তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। আশা করি যে গ্রন্থকর্ত্রী সময়ে বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিবেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সুরধাম,
১লা আগষ্ট ১৯০৯।

বীর বালক।

প্রথম সর্গ।

এখনো শ্রবণে তব বাজে কি আসিয়া
ভগীরথ শঙ্খধ্বনি আকুলিয়া হৃদি ?
হরশির-বিহারিণী অয়ি ভাগিরথী !
ঊর্ম্মি বাহু তুলি তাই আশ্বাসিয়া তায়
চঞ্চল তরঙ্গ ভঙ্গে ছুটিছ জননি !
কোথা ভস্মীভূত কোন্ রসাতলবাসে
সাগর সন্ততিবর্গ ! কলুষনাশিনি !
ডাকিতেছ কলতানে তাপিত সন্তানে
পাপী দুঃখী অভাগারে, অনন্ত অমৃতে
দিবে বলি জুড়াইয়া ! ভস্মীভূত হেথা
আজি কত শত বর্ষ ভারতসন্তান,
পরাধীনতার পাপে বিধি অভিশাপে ;
চিহ্ন মাত্র জড়দেহ ভস্মস্তূপ প্রায় !
কে হেন তাপস হবে ভগীরথ যথা,
আনিয়া ত্রিদিব হ'তে কর্ম্ম-মন্দাকিনী,
দয়া করি তারিবে এ ভীম মৃত্যু হ'তে

হতভাগ্য নিরাশ্রয় অসংখ্য মানবে !
প্লাবিয়া ভারতবর্ষ পুণ্য স্রোতধারা
কবে যাবে বহি আহা ! পাপ ধৌত হ'য়ে
আবার ভারত কবে দাঁড়াবে জগতে
আপনা নির্ভর করি ? আজি স্বপ্নসম,
মনে জাগে তোমা হেরি অতীত কাহিনী
কবি গুরু বাল্মিকীর প্রিয় তপোবন
বিস্তৃত কানন বক্ষে তব উপকূলে ।
"মা নিষাদঃ" মহাবাক্য, আদিকাব্য যাহা,
যেথা উচ্চারিলা কবি ! আজি দ্রবময়ী !
কহ শুনি সেই গাথা, জনকসুতারে
প্রজানুরঞ্জন তরে যবে দাশরথী
আজ্ঞা দিলা লক্ষ্মণেরে বিসর্জ্জিতে বনে
কেমনে আশ্রয় লভি তরু শাখাচ্যুতা
সে ব্রততী, জগতেরে দিলা উপহার
অতুল্য প্রসূন দুটী, বীরত্বের খনি !
আপন নন্দন করে রক্ষঃ কুলান্তক
কেমনে শায়িত হ'ল ভীষণ সংগ্রামে
সে পূর্ব্ব গৌরব বার্ত্তা কহ আজি সতি !

* * *

নিম্নে শোভে পাদদেশে বীচিমালা তুলি
কলুষনাশিনী গঙ্গা কল নিনাদিনী ;
উর্দ্ধে শোভে মহাঋষি বাল্মিকী আশ্রম ।

মথিয়া ভারত সিন্ধু পূত রামায়ণ—
অমৃত তুলিয়া যেথা দিলা মানবেরে !
কল্পনা সমুদ্র হ'তে তুলি রত্নরাজি,
গাঁথিয়া অমূল্য হার অতুলন ভবে
আপন প্রতিভাবলে সাজাইলা ঋষি
জন্মভূমি জননীরে !
শান্ত তপোবন।
প্রীতির অপূর্ব্ব ছবি যেন চিত্রপটে !
অপরাহ্নে রক্ত রবি ডুবিছেন ক্রমে
পশ্চিম গগন প্রান্তে ; রক্তে রাঙ্গা কর
প্রতি তরু শিরে প্রতি লতা গুল্ম মাঝে
স্তব্ধ তপোবন বুকে, সায়াহ্ন গগনে
রক্তকর লেখা পশি সাজাইছে তারে।
যেন বা আনন্দভরে সেজেছে প্রকৃতি
রক্তাম্বরা সুসজ্জিতা নববধূ সম
সেই দীপ্তি মাখি কায়ে ! কি করুণ তান
গাহিছে জাহ্নবী সতী ! কূলে কূলে তার
খেলিছে কুরঙ্গ শিশু ; প্রতি পদক্ষেপে,
অন্তর আনন্দ ব্যক্ত করিয়া পুলকে
বন হ'তে বনান্তরে যেতেছে ছুটিয়া !
ব্যাধের নিঠুর বংশী পশিয়া শ্রবণে
নাহি টানে মৃত্যুমুখে ! দ্রুমশিরে শিরে,
গাহিছে আনন্দ গাথা বিহঙ্গম দল

স্বাধীন সানন্দ চিত্তে! বনফল ফুলে
বন নির্ঝরিনা নীরে তৃপ্ত সর্ব্বক্ষণ।
স্বাধীনতা সেবী পাখী উন্মুক্ত অন্তরে
গাহে স্বাধীনতা গান মুক্ত বায়ু মাঝে!
বন অন্তরালে কত পাতার কুটীর
ভূমিখণ্ড পরিষ্কৃত ঋষি শিশু করে
যত্ন ভরে প্রতিদিন। অপরাহ্ন হেরি
ক্রীড়া করে শিশুগণ মিলি পরস্পরে
বন মাঝে। হিংসা দ্বেষ নাহি শিক্ষা পায়
শান্তির সরসী মাঝে আনন্দ হিল্লোলে
ভাসে ফুল্ল পুষ্প নিভ!

অদূর কুটীরে
উপবিষ্টা মা জানকী শোক বিমলিনা
চিন্তাক্ষীণা, শীর্ণ তনু, লাবণ্য অতুল
সমুজ্জ্বল আরো যেন শোকচ্ছায়া পড়ি'
যেন পূর্ণিমার চন্দ্র খণ্ডমেঘ মাঝে
আবরিত! স্নিগ্ধ কান্তি মুখে স্নেহভাসে
প্রশান্ত ললাট পট দর্পণের মত
নির্ম্মল উজ্জ্বল অতি; নেত্র জ্যোতির্ম্ময়।
উদার করুণাময় মধুর চাহনি!
জুড়াতে তাপিত হিয়া তৎপর সতত
স্নেহ মাখা দৃষ্টি টুকু! কি দীপ্তি বদনে!
জগত জননী যথা গিরি রাজপুরে

শিব চিন্তা নিমগণা আত্মহারা উমা
উদাস ব্যাকুল দৃষ্টি, যেন লক্ষ্যহীণ
সম্মুখে তাপস পত্নী প্রিয় সখী তাঁর
"তমসা" করুণাময়ী তাপসিনী বামা।
স্থাপি' নেত্র জল ভরা কাতরতাময়
তমসার মুখ পরে (যথা শুক তারা
নিশা শেষে নত দৃষ্টি চাহি বিশ্বপানে
আবেশ অবশ দৃষ্টি) কহিলা জননী
"নীরনিধি নীরদানে বিমুখ কি কভু,
হতভাগ্য চাতকেরে? কিন্তু কহ সখী!
কেন সে অভাগা তবু 'জলদে' বলিয়া
দারুণ নিদাঘ দিনে উদ্দেশে জলদে
ভিক্ষা যাচে? জল আশে কভু সুধা মুখি।
বজ্র জ্বালা ধরি বুকে অনন্ত পিপাসা
মিটায় অনন্তে পশি! সেই তৃপ্তি তার।
হের হোথা সূর্য্য মুখী ভানু উপাসিকা
চাহিয়া চাহিয়া অতি অতৃপ্ত অন্তরে
ভানু পানে, দিবা শেষে সমস্ত জীবন
সমস্ত যৌবন দানি নয়ন মুদিয়া
শেষ করে নিজ কাজ! সেকি ডরে কভু
রবি করে দগ্ধ হ'তে? তুষ্ট সে আতপে!
সে ভাবে জীবনে তা'র সার্থকতা সেই!
রবি কর-রেখা সখি! পশি ফুলবনে

হাসায় অসংখ্য পুষ্পে, তবু সূর্য্য মুখী
মৃদু রশ্মি-কণা বক্ষে ধন্য জন্ম মানি
অনন্ত আরাম লভে' জীবন সঁপিয়া।
আমার সে যশরশ্মিমণ্ডিত ভাস্কর
জানিয়ে সখিরে! আমি একান্ত আমারি'
তাঁহার অসীম প্রেম শিখায়েছে মোরে
মাতৃ ভাবে বিলাইতে স্নেহ সুধা ধারা
তৃষিত তাপিত প্রাণে! সমুদ্র যেমন
অনন্ত অতলস্পর্শী দিগ্বিদিক্ হীন্
অনুপম, অতুলন নীলাকাশ যথা,
তাঁহার প্রেমের তুল্য তাঁর প্রাণ শুধু
এ সংসারে।"

নেত্র বাহি জিনি মুক্তাহার
তরল মুকুতা ধারা প্রবাহিত হায়!
সতীর নয়নাসারে পবিত্র সুবধা;
উথলিয়া অন্তরের গুপ্ত মর্ম্ম স্থান,
বিদারিত হিয়া হ'তে তপ্ত রক্ত ধারা
যেনবা সলিল হ'য়ে বহে শত ধারে!
অমৃত নিন্দিত ভাষে কহিলা তমসা,
(ব্যথিতে বুঝিল হায়! ব্যথিতের হিয়া!)
"মুছ সীতা! অশ্রু বিন্দু, আজন্ম দুঃখিনী
আশাহীনা ব্যর্থ জন্ম! চাহি' পুত্র পানে
রহ সতি! সম্বরিয়া আধেয় ভূধর!

তোমার পবিত্র স্মৃতি, আত্মত্যাগ কথা
যুগ যুগান্তরে সতি! অমর রহিবে!
কেন নেত্রে ভাসে সেই পঞ্চবটী বনে
প্রীতির বিচিত্র স্বপ্ন তোমা দোহাঁকার!
শুনিনু আশ্রমে আজি অশ্বমেধ যাগে
দীক্ষিত রাঘব, হেথা নিমন্ত্রণ দিতে
আসিয়াছে রাজদূত শ্রীরাম আদেশে,
সুধাইলা কোন ঋষি (শুনিনু শ্রবণে)
মহা কৌতুহলী চিত্তে "কহ দূতবর!
হ'য়েছেন পরিণীত পুনঃ রঘুমণি?
নতুবা কেমনে দীক্ষা লইলেন কহ
বিপত্নীক নরনাথ?" হাসি' ম্লান হাসি
কহিলেন রাজদূত "নহে ঋষিবর!
স্থাপিয়া সুবর্ণময়ী রাজ্ঞীর মূরতি
রাজ সিংহাসন বামে, ব্রতাচারী ভূপ;
কি সাধ্য ভুলিবে প্রভু জনক সুতারে?
চির প্রীতি পারাবার রাঘবের হৃদি
যায়নি নিদাঘ তাপে শুকায়ে সজনি!
ওই স্বচ্ছ হৃদিখানি অজ্ঞাত কেমনে
রহিবে তাঁহার কাছে? নন্দন মন্দার
অনাঘ্রাত রহে কভু দেবেন্দ্রের পাশে?"
অদূর প্রাঙ্গন হ'তে ডাকি 'মা' 'মা' বলে'
দশম বর্ষীয় শিশু লব কুশ পাশি

বীর বালক।

গৃহ মাঝে নিরখিল কাঁদিছেন মাতা
তপ্ত অশ্রু গণ্ড প্লাবি' চুমিছে বসুধা!
থামিল মল্লার তানে সুমধুর গীতি
অর্দ্ধ ব্যক্ত ভাবময় অন্তরের গাথা
থেমে গেল, অর্দ্ধ পথে ফুরাল উল্লাস!
দারুণ আঘাতে হায়! ক্ষুদ্র বীণা হ'তে
ছিঁড়িল দুইটী তার বাদকের করে!
অসহ্য বেদনা লভি ছুটিয়া দু'জনে
মাতৃ অঙ্কে বসি মুখ আবরিল দুখে
গৈরিক বসন প্রান্তে! অশ্রুধারা হায়!
মাতৃ বক্ষ—মহা স্বর্গ ভক্ত সন্তানের
সিক্ত করি বাড়াইলা মায়ের যাতনা।
নব দুর্ব্বাদল—শ্যাম সুন্দর বরণ
শিশুদ্বয়, মাতৃ অঙ্কে, রক্ত বস্ত্র মাঝে
শোভিল অপূর্ব্ব অতি! পৃষ্ঠে শরাসন
দুলিল ঈষৎ।
ধীরে কহিলা তমসা,
"মুছ নেত্র সুধাময়ি! ভুল গত কথা
বেদনা দিওনা প্রাণে হে পুত্র বৎসলে!
প্রাণাধিক পুত্র কাঁদে! শিরিষ মুকুলে
না সবে আঘাত সখি! হের তাপসিনি!
অগ্রসর মাহাঋষি তোমার আশ্রমে
সেই জ্যোতির্ম্ময় কান্তি নিরখি' নয়নে"

উঠিয়া সম্ভ্রমে সতী দুকুল বসনে
মুছি' নেত্র, পাদ্য আর্ঘ্য আনিলা ত্বরিতে,
অগ্রসরি লব কুশ মহা ভক্তি ভরে
আবাহনি মহর্ষিরে আনিল ভবনে !
দীর্ঘ দীপ্তিপূর্ণ দেহ, শুভ্র সুনির্ম্মল।
চন্দ্রকর রেখা যেন রজত শিখরে
ঝরছিয়া আছে পড়ি' !   স্নিগ্ধ তৃপ্তিময়
সন্তুষ্ট প্রসন্ন কান্তি ;   কানন বল্কলে,
আচ্ছন্ন নিম্নাঙ্গ শিরে দীর্ঘ জটা ভার
প্রশস্ত ললাটে জ্বলে প্রতিভার জ্যোতিঃ
বিরাজে শশাঙ্ক যথা চন্দ্র চূড় ভালে !
কল্পনার পিতা, বাণীবর পুত্র প্রিয় !
দৃষ্টি করুণায় ভরা !   মৃদু পদক্ষেপে
প্রবেশি' কুটীর মাঝে সুমধুর ভাষে
কহিলেন,
"মা জননী কুশল সকল ?
আত্ম সমর্পণ করি ভগবান পদে
স্বর্গীয় অম্লান শান্তি লভেছ ত সতি !
তুষ্ট আমি আজি বৎসে !   তব পুত্র পরে
কহিতে তাদের কথা আসিয়াছি হেথা,
মেধাবি মধুর ভাষী তদ্রূপ বিনয়ী
সত্যবাদী পুত্র তব, ঋষিগণ যত
তুষ্ট লব কুশে হেরি ;   তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলে

এই বাল্যে অদ্বিতীয় ধনুর্ব্বিদ দোঁহে।
গাহে সুধাময় কণ্ঠে যবে রামায়ণ,
মনে হয় ধন্য মোর লেখনী ধারণ!
আজি নিশি শেষে বৎসে! ভাবিয়াছি চিত্তে
না উদিতে বালরবি উষার অঞ্চলে
চিত্র কূট গিরি শিরে করিব গমন
যজ্ঞ শেষে সপ্তাহান্তে ফিরিব আশ্রমে।
বৎসগণ! নিজ কার্য্য সাধ' সাবধানে,
নিত্য শান্তি বিরাজিত এ আশ্রম মাঝে,
সযত্নে রখিও তাহা. এক নিষ্ঠ চিত্তে
আপন কর্ত্তব্য নিত্য পাল ধনুর্দ্ধর!
নাফিরে অতিথি যেন অনাহারে কভু
এ আশ্রমে, আসি বৎস! কি কব অধিক,
অনুষ্ঠিত কার্য্য সাধি' ফিরিব সত্বরে!"
নীরবে নমিলা পদে ভ্রাতা দুই জন
বন্দিলেন সীতা দেবী। সায়ং কৃত্য তরে
শিষ্য সঙ্গে গঙ্গাতীরে চলিলা ধীমান্।
আঁধার ঘণায়ে আসে ক্রম শিরে শিরে
যথা আশা জ্যোতিঃ হীন সীতার হৃদয়ে
চির অন্ধকার বসে' নিষ্ঠুর নির্ম্মম!

দ্বিতীয় সর্গ।

স্তব্ধ দ্বিপ্রহর! সূর্য্য-করোজ্জল নভে
খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ রয়েছে সজ্জিত।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে তাপিতা বসুধা।
তাপিত কুলার মাঝে বিহঙ্গমগুলি,
মাঝে মাঝে ক্ষীণ স্বরে ডাকিছে চাতক।
আপন কুটীর মাঝে জনকনন্দিনী
মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা বসিয়া নীরবে,
অঙ্ক কাছে পুত্রদ্বয় উপবিষ্ট সুখে,
চাহিয়া সতৃষ্ণ নেত্রে পুত্র মুখপানে
বিষণ্ণ বদনে মাতা থাকিয়া থাকিয়া
ফেলিছেন দীর্ঘশ্বাস, উঠিছে চমকি
স্নেহ অঙ্কে সুখাসীন প্রাণের নন্দন।
বুঝিরে অন্তরমাঝে ভাসিতেছে আজি
শত অতীতের কথা. আশা নিরাশার
শত স্বপ্ন, ভগ্ন দীর্ণ চূর্ণ বক্ষমাঝে
ক্ষীণ আশালতা উঠে আশ্রয় তলাসি
আতপে তাপিত চিত্ত মরু ভূ মাঝারে
কেমনে কে জানে, কবে গিয়াছে বহিয়া
ক্ষীণ নির্ঝরিণী এক!

কি দুর্ভাগ্য অহো!

চির দুঃখ ক্লিষ্টা চির পতিব্রতা সীতা!

সমুদ্র মেখলা স্বর্ণ-লঙ্কা অবরোধে
দশানন বাসে যবে বন্দিনী জননী,
নিত্য ভাবি প্রেমময় দশরথাত্মজে
আশার কুহক স্বপ্নে গিয়াছে কাটিয়া
দশ মাস ! প্রেম স্বর্গে ছিল স্থান ; আহা !
আজি কতদূরে—মাঝে কত ব্যবধান !
প্রলয় গর্জ্জনশীল ভীষণ সাগর,
স্ফীতি ঊর্ম্মিমালা তুলি আসিছে গ্রাসিতে
বিরহ সন্তপ্তা দীনা জনকস্নুতারে !
যবে সিন্ধু উপকূলে বানর কটক
সঙ্গে রক্ষী দাশরথী উতরিলা বেগে
সমুদ্রে পাইতে পথ উপবাসী হ'য়ে,
আরাধিলা রঘুমনি ; অহঙ্কার ভরে
পথ নাহি দিলা সিন্ধু, না শুনিলা কানে
রাঘবের কাতরতা। গর্জ্জিয়া সরোষে
খর শরাঘাতে প্রভু শাসিলা সাগরে ;
বানর বাহিনী লয়ে সলিল মাঝারে
প্রস্তরে গাঁথিয়া পথ সেতুবন্ধোপরি
স্থাপিয়া শঙ্কর মূর্ত্তি, কীর্ত্তি চিরস্থায়ী
রহিলা ভারতবর্ষে ; করিলা উদ্ধার
রক্ষঃ রাজালয় হ'তে ; আজি কোথা প্রভু,
কোথা ভাগ্যহীনা চির অলক্ষণা দাসী
জনকদুহিতা ? কোথা দেবর লক্ষ্মণ

চির পুত্রাধিক প্রিয়, না দিবে অভয়
কেহ আর জানকীরে ?
মূক প্রায় হিয়া
নীরবে থাকিয়া হায় ! না ঝঙ্কারে তথা
মধুমাসে অলিপুঞ্জ পুষ্প কুঞ্জমাঝে !
সে উদ্যানে নাহি মৃদু স্নিগ্ধ সমীরণ !
কলকণ্ঠে মধুগীতি নাহি গাহে সেথা
দাবদগ্ধ চিত্ত মাঝে না মুঞ্জরে হায় !
শান্তি পুষ্প।
পুত্র শিরে স্থাপি করদ্বয়
সুধীরে কহিলা মাতা চাহি মুখ পানে
'কহ বৎস ! নিত্য দোঁহে আনন্দিত চিত্তে
মহর্ষি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধিছ যতনে ?
সযত্ন পালিত নিত্য তোমরা যেমন
প্রাণাধিক মহর্ষির, তেমনি আশ্রমে,
প্রতি তরু লতা গুল্ম, প্রতি উপবন,
স্বহস্ত পালিত তাঁর রক্ষিত যতনে ;
সম দৃষ্টি সদা আহা কানন নিবাসী
প্রতি জীবে ; অনাহারে যায়নাত ফিরি
কভু পুত্র ! চির পূজ্য অতিথি তাঁহার ?
লভে' নিত্য প্রীতি ভরে করস্ত করতী
বন ফল জল সনে ? খেলে নাকি আসি
চঞ্চল কুরঙ্গ শিশু, ভীতি হীন চিত্তে

শ্যামল প্রাঙ্গনে নিত্য খেলিত যেমন ?
আপন অভ্যস্ত বিদ্যা আবৃত্তি করিয়া
লভ' নিত্য নব পাঠ শিক্ষা গুরু পাশে ?
আনন্দ প্রোজ্জ্বল নেত্রে হসিত আননে
কহিলা কুমার "মাগো ! সুরক্ষিত সব
তপোবনে, যত্ন ভরে প্রাণপণ করি
মহর্ষির প্রতি আজ্ঞা চাহি পালিবারে
ততোধিক হর্ষ আর কি আছে জগতে ?
জননী গো ! নিত্য বসি' পদ প্রান্তে তাঁর
শিক্ষা করি রামায়ণ সুরতান লয়ে
গাহিব'রে, হিয়া মাঝে অস্পষ্ট একটী
বিশুদ্ধ আনন্দ ধারা যায় যেন বহি' !
কি অতুল কাব্য মাগো ! সৃজিল ধীমান্ !
শুনিতে শুনিতে নিত্য সে বীরত্ব গাথা
যেন শত জনমের পরিচিত বলি
মনে হয় রঘু বীরে। নিভৃতে যদি মা,
অন্য মনে রহি' কভু জাগ্রত নয়নে
নিরখি, আনন্দময় জ্ঞানে সমুজ্জ্বল
মধ্যাহ্ণ মিহির মত বিক্রম, বিনয়ে
আবরিত, যথা রবি রশ্মি ধরি বুকে
স্নিগ্ধ চন্দ্রমার জ্যোতিঃ নেত্র তৃপ্তিকর !
গগনে উদিলে কভু শারদ দিবসে
সপ্তরঙ্গে সুচিত্রিত ইন্দ্র শরাসন

একদৃষ্টে হেরি তাহা, মনে হয় মাগো !
শ্রীরাম কার্ম্মুক ওই অতীব বিশাল
দেখান্ বিধাতা কৃপা করিয়া মোদেরে।
কতদিন গেছে মাগো ! গভীর নিশীথে,
দেখিয়াছি প্রীতি স্বপ্ন অতি মনোহর !
যেন বীণা করে মোরা তাপস নন্দন,
গাহিতেছি রামায়ণ রাজসভা তলে ;
রাঘব-ঐশ্বর্য্য-দীপ্তি ঝলসি'ছে আঁখি ;
আজন্ম বন নিবাসী, নাহি চিনি' মোরা
কত রত্ন মুক্তাহার লম্বিত সেথায় !
সমুজ্জ্বল স্বর্ণময় রাজ সিংহাসনে
রঘু কুলমনি রাম বসিয়া গৌরবে,
কত সুবিমল সুখ উপজয়ে চিতে !
তার' পরে ভেঙ্গে যায় কুহক স্বপন !
গাঁথিতে গাঁথিতে হার অশ্রু মুক্তাসহ
কানন-প্রস্ফুট পুষ্পে, যায় মা ছিঁড়িয়া !
কেন গো ! কাঁদিছ পুন ! কহ কোন দুঃখে
নিত্য ভগ্ন হিয়া তব ? জননি আমার !
এ জীবনে নিরশ্রু কি হ'বেনা নয়ন ?
আজন্ম দুঃখিনী তোমা কন্ গুরুদেব
সারা জন্ম প্রাণপণে চেষ্টা করি দোঁহে
পারিব না ম্লান মুখে ফুটাইতে হাসি ?
দিব মা অমৃত ধারা অন্তরে ঢালিয়া"

কাঁদিলা কুমারদ্বয় মাতার হৃদয়ে
শির রাখি, ঝরে যথা কুসুমেশিশির !
উচ্ছ্বসিত শোকা বেগ করি, সম্বরণ,
রঘু কুল রাজলক্ষ্মী ভগ্ন কণ্ঠস্বরে
প্রবোধিলা পুত্রদ্বয়ে ধরি বক্ষ মাঝে'
শোভিল সুবর্ণ বৃক্ষে হীরক সুন্দর !
জীবনের শেষ আশা শেষ লক্ষ্যস্থল।
রাজেন্দ্র নন্দন আহা ! যদি না জন্মিত
দুঃখিনী জানকী গর্ভে রাজ সিংহাসনে
রাজ রাজ্যেশ্বর পিতা ধরিতেন বুকে !
রম্য রাজ হর্ম্ম্য মাঝে কনক আসনে
সযত্নে রক্ষিত রক্ষী প্রাণাধিক সুতে !
নয়নের তারা বলি বৃদ্ধা পিতামহী
সস্নেহে লালিত সদা হৃদয় মাঝারে !
শুধু অপরাধ, ওরা সীতার কুমার !
তাই আজো নাহি জানে পিতৃ পরিচয় ;
তাই বনবাসী, হায় ! কানন বল্কলে
আবরিত কচি তনু ; সূর্য্য বংশধর
জন্ম ভরি' রাজ্য পালি' স্থবির বয়সে
বাণপ্রস্থ অবলম্বি পশেন কাননে ;
নিষ্ঠুর অদৃষ্ট আহা ! দশম বৎসরে
না হেরিল অযোধ্যা সে চির পুণ্যভূমি !
জটাজুট ধরি এই জীর্ণ পর্ণ গেহে

গিয়াছে কাটিয়া যেগো সাধের শৈশব !
রাজপুত্র পারিষদ শ্বাপদ সকল।
হিংস্র জীব সমাকুল গহন কাননে
রাজধানী, বৃক্ষতল রাজ অট্টালিকা !
রাজছত্র তরুচ্ছায়া, বনফল মূল
রাজ ভোগ্য আহারীয়, অঞ্জলি পূরিয়া
পিপাসায় পিয়ে বারি রাজসুতদ্বয়,
শ্রীরাম অঙ্গজ এরা রঘুবংশধর !
এ দুঃখ রাখিতে স্থান আছে কি ধরায় ?
জানিল না পরিচয়, না চিনিল পিতা,
হেরিল না পিতৃব্য সে চির স্নেহময়,
শত্রুঘ্ন ভরত আর লক্ষ্মণ ধীমান্ !
যে বীরত্ব গাথা শুনি আনন্দিত হিয়া
এদেরি নিজস্ব তাহা পিতার অর্জ্জিত।
বীর পুত্র, বীর নিজে এই বাল্যকালে,
ভয়ে না সুধাত শিশু নিজ পিতৃ কথা !
চিরারাধ্য পিতৃপদে করিতে প্রণাম
আকুলি উঠিত হিয়া, না কহিত তাহা
যত্নভরে সঙ্গোপনে পোষিত অন্তরে
মার প্রাণে লাগে পাছে কহিলে সে কথা ;
পুনঃ পাছে বহে নীর জননীর চোখে ;
হেরিত মায়ের কর শঙ্খ সমুজ্জ্বল
সুন্দর সিন্দূর ভালে !

উঠিয়া কুমার
হেরিলা দিনেশ ক্রমে পশ্চিম গগনে
রক্ত মেঘদল মাঝে পড়িছেন ঢলি !
কহিলা "মা, দিবাশেষ, অপরাহ্নকালে
মহর্ষি দেবল কাছে শিক্ষালাভ হেতু
চলিনু আমরা, আজি আসিব নিশীথে ;
না ভাবিও অকুশল থাক মা কুটীরে !"
মহানন্দে শরাসন তুলি নিল করে
মরকত মণি যেন সাজিলা সুন্দর
স্বর্ণময় রৌদ্রকরে ! চলিলা দু'জনে
প্রণমিয়া মাতৃপদে ঘন বন মাঝে !

তৃতীয় সর্গ।

বসিয়া দিবস শেষে তপোবন মাঝে,
দেবল, বাল্মিকা শিষ্য, মিলিল আসিয়া
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু সেথা শ্যামল প্রান্তরে
আনন্দে কহিল সবে,
"গুরু ভক্তি কথা
কহিবে আজিকে কিছু, শুনিব সকলে ;"।
কহিলেন ব্রহ্মচারী,
উপমন্যু কথা
জাননাকি ভ্রাতৃ বৃন্দ ? গুরু সে বটুরে
নিত্য শিক্ষা দেন পাঠ, শিক্ষা অবসরে
একদা কহেন তা'রে
"হে প্রিয় দর্শন !
হের মম বৎস সহ সুন্দর গোধন
আজি হ'তে তব প্রতি অর্পিলাম ভার,
রক্ষিতে তা'দেরে।"
শিষ্য পদাব্জ বন্দিয়া,
নীরবে স্বীকার করি গোধন লইয়া,
ভ্রমে নিত্য মাঠে মাঠে। গত কত দিন
একদা কহেন গুরু ডাকি শিষ্যবরে
"কহ শিষ্য ! গাভী বৎস বিশীর্ণ কি হেতু ?
গাভী দুগ্ধ নাহি পিও কদাচ বাছনি !"

গুরু আজ্ঞা করি শিরে নিত্য ভিক্ষা করি
শরীর রক্ষেন শিষ্য। পুনঃ কন গুরু
"কিহেতু নিরখি কহ বলিষ্ঠ তোমারে ?
পান কর গাভী দুগ্ধ বৎসেরে পীড়িয়া ?"
বিনয়ে কহিল শিষ্য "আর্য্য ! নহে তাহা,
ভিক্ষা অন্নে করি মম জীবন ধারণ।"
আদেশিলা গুরু তাহে "ভিক্ষা দিবসের
দিবসান্তে প্রতিদিন অর্পিবা আমারে।"
দিবসের ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল সকল
রাখি বিপ্র গুরু পদে, ফিরিত নিশীথে
মুষ্টিমেয় ভিক্ষা লাগি, উপবাসী দেহ
শ্রান্ত ক্লান্ত, মুষ্টি মাত্র ভিক্ষান্ন লভিয়া
সন্তোষে ফিরিত গৃহে। গুরুর আদেশে
ক্রমে নিবারিল তাহা, অবশেষে ফিরি
দিবা শেষে অর্ক পত্র করিত ভক্ষণ,
ভ্রমিত সমস্ত দিবা গাভীর রক্ষণে !
ক্রমে হীন বল তনু, দৃষ্টি ক্ষীণ ক্রমে,
পরিশেষে দৃষ্টি হীন ; শব্দ লক্ষ্য করি
তথাপি রাখিত গাভী অক্লান্ত অন্তরে !
কি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ! কি কঠোর তপ !
এহেন সাধনা বলে বুঝিবা মানবে
দেবত্ব লভিতে পারে !

"পরে ভ্রাতৃগণ !

একদা দিবস শেষে গোধন না লভি,
সভয়ে ফিরিছে খুঁজি কানন কান্তারে,
নয়নে গিয়াছে পড়ি ঘন যবনিকা।
সুধা নিধি সুধা করে প্লাবিলা বসুধা ;
তার কাছে ধূমময় অন্ধকার সব ।
যেন গুরু পাদমূলে অতি অবহেলে
অমূল্য নয়ন রত্ন দিয়াছে কুমার
গুরু দক্ষিণার মত গুরুর ইঙ্গিতে।
ভ্রমিতে সে ঘোর বনে অন্ধকূপে এক
সহসা পতিত বিপ্র ; কাতর ক্রন্দনে
ডাকিলা দেবতাগণে লভিতে উদ্ধার,
লভিতে জীবনাধিক গুরুর গোধন।
হায়! সে বিপন্ন জনে না তুলিলা কেহ
শুনি তার কাতরতা!
শেষ দিবা ক্রমে,
সুধীরে দিনেশ পশে অস্তাচল চূড়ে।
সন্ধ্যা আসে, অবশেষে উদিত চন্দ্রমা ;
ভিক্ষা ল'য়ে দিবসের শিষ্য গুণমনি,
না ফিরে গোধন সঙ্গে, চিন্তান্বিত গুরু ;
উৎকণ্ঠায় ঋষিবর অন্বেষণ তরে
চলিলেন বন পথে গহন কান্তারে।
উচ্চৈস্বরে ডাঁকে বিপ্র 'উপমন্যু' বলি
গুরু কণ্ঠস্বর শুনি মুছিয়া নয়ন

কহে উপমন্যু, "প্রভো! নেত্রহীন আমি।
না জানি গোধন কোথা গহন বিপিনে,
খুঁজিতে তাহারে আজি পথ ভ্রান্ত হ'য়ে
অন্ধকূপ মাঝে দেব! হ'য়েছি পতিত।"
অগ্রসরি গুরু তার দুঃখাকুলচিতে
কহিলেন "উঠ শিষ্য! ধর মম কর;
বহু দুঃখ লভিয়াছ, আজি শিক্ষা শেষে
লভিনু গুরু দক্ষিণা; মহা তুষ্ট আমি।
আজি ফির নিজ বাসে আনন্দিত চিতে।"
আসিয়া আলয়ে বিপ্র, বনজ ভেষজে
অশ্বিনী কুমারে স্মরি' আরোগ্য করিল
অন্ধ নেত্রদ্বয়।

"কহ কি ভক্তি অতুল!
কি দৃঢ় সংযতচেতা আছিল কুমার।
আশীর্ব্বাদ কর মোরে, যেন তার মত
প্রভু পাদপদ্মে মতি রাখি অবিচল
তরি এই ভবার্ণবে অতি অবহেলে!"
কে যেন কহিল ডাকি

"কোথা লব কুশ!
দুর্দ্দান্ত তুরঙ্গ এক পশি তপোবনে
নাশে তরু লতা গুল্ম ছিঁড়ে পুষ্পদল!"
উঠিলা সত্রাসচিত্তে জানকী কুমার;
হেরিলা কানন মাঝে অদূরে একটী

সর্ব্ব সুলক্ষণ অশ্ব পশিয়া আশ্রমে,
বিচরিছে বল্গামুক্ত আত্ম ইচ্ছামত।
আসিয়া অশ্বের কাছে দেখিলা দু'জনে,
জয়পত্র বহি শিরে ভ্রমিছে ঘোটক।
অঙ্কিত রয়েছে পত্রে উজ্জ্বল অক্ষরে;
"অযোধ্যার মহারাজ দশানন জয়ী
বীরকুল চূড়া রাম নরেন্দ্র রাঘব
করিবেন অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ, তাই
এ অশ্ব হ'য়েছে স্থির যজ্ঞ অশ্ব বলি,
পৃথিবী ভ্রমিবে 'হয়', রক্ষিতে তাহারে
নিযুক্ত শত্রুঘ্ন, সদা শত্রুঘ্ন সংগ্রামে;
বীরেন্দ্র নন্দন হেন কে আছে জগতে
যে রোধিবে অশ্বগতি আপন বিক্রমে?"
মহারোষে গরজিয়া উঠিলা কুমার
"এই হের ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ আবাহন!
এত দর্প নাহি সহে, রোধ অশ্বগতি,
লতা গুল্মে সুবেষ্টনে বেষ্ট তুরঙ্গমে।
না ছাড়িব বিনা রণে; প্রিয় শিষ্য মোরা
চির দিন মহর্ষির, বহু যত্ন ভরে
শিক্ষা করি অস্ত্রবিদ্যা; শুভ অবসর
পরীক্ষিতে বাহুবল আজি বীরমণি!
লঙ্কেশ বিজয়ী আজি অরি আমাদের।
মৃগেন্দ্র নন্দন কভু শিবা শিশু সনে

পরীক্ষা কি করে বীর্য্য ? বিখ্যাত ভারতে
রঘু বংশধর যত অমিত বিক্রমী,
বিখ্যাত ভারতে তথা শিক্ষা মহর্ষির।
এই যোগ্য প্রতিপক্ষ, রণক্ষেত্র মাঝে
শত্রুঘ্ন হেরিবে ভ্রাতঃ! বিস্মিত নয়নে,
কোথা তপোবন মাঝে জননীর স্নেহে,
বর্দ্ধিত বালক ক্ষুদ্র প্রতিদ্বন্দী তার!
এ সৌভাগ্য দশ বর্ষে কে লভেছে কবে ?"
মিলি দোঁহে মহোল্লাসে, সুদৃঢ় বন্ধনে
বাঁধিল সে দিব্য অশ্বে। বসি তরুতলে
কহিতে লাগিল লব, বুঝিতে ভ্রাতার
মনোভাব, ধীরে ধীরে,—
"বাঁধিনু তুরগে
বীর দর্পে গর্ব্ব ভরে; স্মরিও সোদর!
স্বর্ণ-লঙ্কা বিজয়িনী সেনানী সহিত
অযোধ্যা গৌরব রবি ভরতের বাহু
মিলিয়াছে প্রাণাধিক, এবে অযোধ্যায়।
ভরতের আজীবন ব্রহ্মচর্য্য দিয়ে
অর্জ্জিত বীরত্ব শৌর্য্য একত্র আজিকে
ইন্দ্রজিত জয়ী বীর সৌমিত্রি সহিত!
অদূরে নিরখ বীর! নীলিম গগনে
রাজে অশ্বপদ রজঃ, বীর পদ ভরে
বিকম্পিতা বসুন্ধরা, শত্রুঘ্ন বুঝিবা

আসে অশ্ব খুঁজিতে এ আশ্রম মাঝারে।
দৃঢ় চিত্তে কহ ভ্রাতঃ! অসমর্থ মোরা
অযোধ্যা গৌরব আজি রাহুর মতন
গ্রাসিতে আনন্দ ভরে? অদম্য বিক্রমে
অগণ্য বিপক্ষ হেরি মহোৎসাহ ভরে
সমর তরঙ্গে রঙ্গে পড়িতে ঝাঁপায়ে
ভীতি কি আসিবে তব? দেখ চিন্তা করি
এক চিত্তে প্রাণাধিক!"
মহা ঘৃণা ভরে
কহিলা কনিষ্ঠ তারে,
"তপোবন মাঝে
নাহি রাজ্যলিপ্সা, নাহি ইন্দ্রিয় বশ্যতা;
এক মাতৃ গর্ভে জন্মি রক্ষঃ কুলাঙ্গার
বিভীষণ কিংবা নহি সুগ্রীব আমরা
অসহিষ্ণু ক্ষুদ্র চেতা; অক্ষয় কবচ
আবরিত অঙ্গ দোঁহে; মাতৃ দুগ্ধ মম
এতকি অসার? বৃথা পালিলা জননী
দশ বর্ষ মহা স্নেহে? অযোগ্য শিষ্যেরে
শিক্ষা দিতে মহর্ষি কি করেন প্রয়াস?
জননী ব্রহ্মচারিণী সদা ব্রত রতা
পুত্রদ্বয় কুশলার্থে, বৃথা হ'বে তাহা?
এত তুচ্ছ উপাদানে গঠিত এ প্রাণ
'পারিব না বৈরী ভাবে লক্ষ্মণ শ্রীরামে

দেখাইতে, কি শিখেছি মহর্ষির কাছে?
মাতৃ অশ্রু অঙ্গে বহি ধন্য জন্ম মোরা,
ব্রহ্ম অস্ত্র মাতৃ নাম, অথবা সোদর!
পরীক্ষা করিছ মোরে? বেদনা লাগিছে:
রণ ক্লেশ হ'বে মম সে কথা স্মরিয়া?
বিনা কষ্টে ইষ্ট সিদ্ধি হ'বে কি সোদর!
দেহ দাসে পদধূলি মাখি সর্ব্ব দেহে,
গুরু ভক্তি পুণ্য রথে আরোহী হইয়া,
মাতৃ পদ রেণু কণা লইয়া ললাটে
চল রণাঙ্গনে!"
উঠি ভ্রাতা দুই জন
আলিঙ্গিল পরস্পরে। প্রভাত তপনে
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড দীপ্তি. কি শোভা মহান্!
কটি তটে বল্‌কল, পৃষ্ঠে পূর্ণ তূণ,
করে শোভে শরাসন, মুখে হর্ষ ভার;
দাঁড়াইলা মহোল্লাসে স্মরি গুরুদেবে।
শুনিলা প্রান্তর শেষে জাহ্নবী পুলিনে,
বহু সৈন্য কল নাদে আবৃত কানন।

চতুর্থ সর্গ।

"হে সারথি! রথ রশ্মি কর সম্বরণ!
শান্ত কর অশ্বগণে; যেন না বিনাশে
মহা যত্নে সংরক্ষিত এ দিব্য আশ্রম
প্রকৃতির শোভাময় আনন্দ উদ্যান।
কি শান্তি এ তপোবনে হের সুতবর!
উচ্চ শীর্ষ শাল, তাল, তমাল, শাল্মলী,
অনুকরি ঋষি শির যেন জটাজুটে
আবৃত ক'রেছে অঙ্গ! গগন পরশি
দীর্ঘ সমুন্নত কায়ে নিস্তব্ধ নীরব।
সূর্য্য রশ্মি জ্বলে শিরে; ধ্যান মগ্ন যথা
বল্মীক স্তূপ মাঝারে মহর্ষি বাল্মিকী!
শিষ্যত্ব লইবে বলি ধ্যান মগ্ন তরু!
মুনি শিশু কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে হরষে
সাম গীতি গাহে ওই বিহঙ্গম দল!
পুষ্পান্বেষী মধু লুব্ধ চঞ্চল মধুপ
পশি মঞ্জু কুঞ্জ মাঝে আনন্দেতে যেন
গম্ভীর "ওঁ"কার গাহে গুণ গুণ ছলে।"
ভাগিরথী উপকূলে সুন্দর স্যন্দনে
রাজ সৈন্য পুরোভাগে দশরথাত্মজ
সৌমিত্রী শত্রুঘ্ন বীর বিস্মিত নয়নে
দেখিছেন, হিংসা ভুলি সিংহ শিশু খেলে

কুরঙ্গমগণ সঙ্গে! নামি রথ হ'তে
ত্রস্ত স্বরে রঘুমনি সুধাইলা সুতে,
"কহ সুত! কোথা অশ্ব? জাহ্নবী পুলিনে
কে দেখেছে বিচরিতে? না হেরি কি হেতু?
অথবা অশান্ত অশ্ব নাশে তপোবন,
বাঁধিলেন আর্য্যগণ বিরক্ত অন্তরে?
বড় ভীতি আসে চিতে! অগ্রসর হ'য়ে
হের হে সুত প্রবর! কোথা তুরঙ্গম
গেল মনোরথ গতি।"
হেরিলা অদূরে
আবদ্ধ তুরঙ্গ দৃঢ় লতিকা বন্ধনে।
কন্দর্প নিন্দিত কান্তি দু'টী ঋষি সুত
দাঁড়ায়ে সদর্প ভঙ্গী, মরকত মনি
গঠিত সে কম বপু, অঙ্গে অঙ্গে তায়
করুণা প্রবাহ বহে বদনে যেন বা
গৌরব বিনয় বিদ্যা মিলি পরস্পরে
কৌতুকে করিছে ক্রীড়া! ক্ষুদ্র কলেবর,
পৃষ্ঠে দোলে ক্ষুদ্র জটা সিংহ শিশু সম,
আপন বীরত্ব জ্যোতিঃ সমুজ্জ্বল দোঁহে!
নির্ভীক প্রসন্ন ঠাম; দৃষ্টি মহিমায়
উদ্ভাসিত, যথা পীত রৌদ্র বিভাসিত
শরতের সুনির্ম্মল মেঘ মুক্তাকাশ!
রক্তোৎপল নিন্দি ভুজে করেছে ধারণ

ক্ষুদ্র শরাসন ঢাল, কটিতে দুলিছে
খরধার তীক্ষ্ণ অসি উলঙ্গ সতত।
নীরবে সৌমিত্রী শুধু তীব্র দৃষ্টি দিয়ে
হেরিছে কিশোর দ্বয়ে, সায়াহ্ন গগনে
প্রীতির অপূর্ব্ব স্বপ্ন যেন মূর্ত্তিমান!
অগ্রসরি যুবরাজ কহিলা সস্নেহে,
"কুমার! এ তুরঙ্গম অশান্ত নির্ভীক,
শান্তিময় শুদ্ধ এই বিরাট আশ্রমে
অজ্ঞাতে প'শেছে অশ্ব; পদভরে তা'র
সযত্ন পালিতা লতা বিদলিতা হেরি
লজ্জিত হ'য়েছি আমি; আছেন আশ্রমে
মহাঋষি? পদাম্বুজে করি প্রণিপাত
ফিরিতাম অশ্বলয়ে।"
সসম্ভ্রম ভরে,
করিয়া অভিবাদন সুবিনীত স্বরে
কহিলা কুমার লব,
"ক্ষম বীরমণি!
বালকের প্রগলভতা, 'চিত্র কূট' পরে
যজ্ঞ হেতু গিয়াছেন মহর্ষি, আমরা
আশ্রম রক্ষার তরে দণ্ড-পানি সদা।
অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে দীক্ষিত রাঘব
শুনেছি শ্রবণে, আজি তুরঙ্গ পাইয়া
হেরিনু বিজয় পত্র-আবদ্ধ ললাটে

একাকী ফিরিছে অশ্ব, নির্ব্বীর কি মহী ?
না ধরে তুরঙ্গ কেহ এ লিখন দেখি ?
রোধিয়াছি অশ্বগতি আমরা দুজনে।
মুক্ত করি লহ বলি ! আপন বিক্রমে,
প্রকাশিয়া বীর বীর্য্য, জিনিয়া সমরে।
আশ্রমে অতিথি তুমি নরেন্দ্র নন্দন !
ক্ষণেক নিশ্চেষ্ট রহি' লহ বীরবর !
অতিথির পূজা, হেথা বসি ক্ষণকাল,
ক্লান্ত যদি পথ শ্রমে করহে বিশ্রাম।"
শুনিয়া শিশুর বাণী সচকিত চিতে
ভাবিছেন রাজ পুত্র "উন্মত্ত কি হ'বে
দেবরূপী ঋষি শিশু ? নতুবা কি লাগি
অসম সাহসে আজি কহিছে আমারে
'সংগ্রামে জিনিয়া অশ্ব লহ মুক্ত করি'
সুদৃঢ় সংযত বাক্যে ! কোন্ ভাগ্যবানে
সম্বোধে এ শিশুদ্বয় 'জনক' বলিয়া !
অজ্ঞাতে কি হেতু মম অন্তর নয়ন
আকৃষ্ট হ'তেছে ক্রমে ঋষিসুত পরে ?
চুম্বক আকর্ষে যথা লৌহে, কেন আজি
শুনে মধু বাক্যাবলী মনে পড়ে মম
নব বিবাহিতা সীতা চির পূজনীয়া,
হর-ধনু ভঙ্গকারী সে কিশোর বীরে ?
সেই শ্যামোজ্জ্বল কান্তি ভাসে নেত্র পথে"—

ত্রস্তে পুনঃ কহে লব ভাঙ্গি চিন্তা তাঁর,
"হে সুধন্বা! সুনীরবে ভাবিছ কি হেতু?
উপহাস বাক্য বীর! না উচ্চারে কভু
ভ্রমেও বাল্মিকী-শিষ্য বর্ষীয়ান্ জনে।"
মৃদু মধুময় কণ্ঠে কহিলা কুমার,
"সমুদ্ভূত কোন কূলে কহ বৎসগণ!
কিবা পিতৃ পরিচয়, দীক্ষা গুরু কেবা।
জাননাকি সূর্য্য-বংশ-অবতংসবার,
কর্ব্বুর নিধনকারী স্বর্ণলঙ্কাজয়ী,
নর নারায়ণ রামে? অশ্ব দেহ ছাড়ি
দেহ দোঁহে পরিচয় হে বীর বালক!
রাম সম মুখকান্তি কি হেতু নেহারি?"
দমিয়া বর্দ্ধিত ক্রোধ সুগম্ভীর স্বরে
কহিল কনিষ্ঠ কুশ বীরেন্দ্রে চাহিয়া,
"বনবাসী শিশু মোরা, শিষ্য বাল্মিকীর,
এই মাত্র পরিচয় হে রাজনন্দন!
মানবের সৌসাদৃশ্য মানবে সম্ভবে,
সতত এ ধরা মাঝে। নিত্য গুরু কাছে,
শিক্ষা করি অস্ত্রবিদ্যা অতীব যতনে।
না ডরি আরণ্য গজ কেশরী শার্দ্দুলে
বধিতে সম্মুখ রণে; তলাসি সতত
যোগ্যতর প্রতিদ্বন্দ্বী করিতে সংগ্রাম।
রাজ-প্রতিনিধি তুমি স্বাগত কাননে

বহু ভাগ্যে আমাদের ; বড় বাঞ্ছা চিতে,
দেখাব অ.য়ুধ শিক্ষা আমরা দুজনে।
প্রসিদ্ধ ইক্ষ্বাকু বংশ মহা ধনুর্দ্ধর ;
আপনি বীরেন্দ্র তুমি, শুনিয়াছি মোরা।
ধর ধনু মহাবাহু! প্রতিদ্বন্দী কর
যারে ইচ্ছা হয় তব! চরিতার্থ হোক্
আজন্ম পোষিত হৃদে যে মহা বাসনা!
সাবধানে দোঁহে বলী লইব শিখিয়া
আজি এ সমরাঙ্গনে যুদ্ধ প্রথা তব।"
বিস্মিত শত্রুঘ্ন বীর! হেরিল কি বিভা
কিশোরের কম কান্তি করিছে উজ্জ্বল!
কি অদম্য যুদ্ধ স্পৃহা শিশুর অন্তরে।
আবার সস্নেহ ভাষে কহিলা কুমার—
"ঋষি শিশু, তব বাক্যে পরিতুষ্ট আমি,
বুঝিয়াছি আছে শক্তি কম ভুজযুগে।
কিন্তু ও কোমল কায়ে হানিব কেমনে
মন্ত্রপূতঃ অস্ত্র মম? যাইবে বিদারি
এ কঠিন হিয়া তাহে! রণে দেহ ক্ষমা
ফির নিজ বাসে বৎস! কি হেতু না জানি
অজ্ঞাত স্নেহ তরঙ্গে ফেলেছে প্লাবিয়া
কর্কশ শত্রুঘ্ন হৃদি! আজি মনে পড়ে
শত অতীতের কথা শোক ব্যথাময়!
কেন এই আত্মহত্যা চাহিছ কুমার?"

শিশুর আরক্ত নেত্র উঠিল জ্বলিয়া
শুনিয়া এ হেন ভাষ ; কহিলা গম্ভীরে,
"যুদ্ধে মৃত্যু আত্মহত্যা ক্ষত্র পুত্র হ'য়ে
না বুঝি, সৌমিত্রি ! তুমি কহিছ কেমনে !
দুলিবে মন্দার মালা দেববালা করে
রক্ষিয়া প্রতিজ্ঞা বাক্য অস্ত্রাহত কায়ে
শায়িত হইব রণে শরশয্যা পাতি,
বুঝাও শিশুরে বীর ! এ সৌভাগ্য হ'তে
আর কি ঐশ্বর্য্য চাহে ক্ষত্রিয় কুমার ?
বীর তুমি, বীর ধর্ম্ম শিখাও শিশুরে।
যদি রণে দেখ পৃষ্ঠ, করিও ধিক্কার ;
কহিও "অসত্যভাষী" আমা দোঁহাকারে !
হের হে লবণঘাতী ! নাশে তব সেনা
অশ্বে গজে তপোবন ; উড়ে ভীত চিতে
বিহঙ্গম নীড় ছাড়ি, মৃগ শিশুগণ
তৃণগুচ্ছ পরিহরি ছুটিছে তরাসে
কানন জননী বুকে, না সহে পরাণে
ত্বরা করি কর রণ !"

শুনি শেষ কথা
বিষণ্ণ শত্রুঘ্ন বীর কহিলা দু'জনে
"একান্ত সমর বাঞ্ছা কর যদি দোঁহে
প্রতিদ্বন্দী ভূলঙ্ঘতর লহ খুঁজি তবে।
হের অগণিত সেনা শিক্ষিত সকলে।"

সেনাপতি চন্দ্রচূড়ে কহিলা ডাকিয়া,
"সত্বরে সমর দেহ এ শিশু যুগলে।"
মহোল্লাসে সীতা স্থত সিংহ পরাক্রমে
নিনাদিলা মহাশঙ্খ রাজসৈন্য মাঝে ;
নিস্তব্ধ সে সিন্ধুবুকে বহিল ঝটিকা।
অচিরে প্রবৃত্ত কুশ চন্দ্রচূড় সনে
করিতে সম্মুখ যুদ্ধ। সৈন্যদলে লব
বলিল, "প্রস্তুত আমি করিতে সমর
অসংখ্য শত্রুর সহ।"
উঠিল হুঙ্কারি
রাজসৈন্য মহাদম্ভে শিশু অরি দেখি।
কি ভয় কুমার! ওই কুটীরে জননী
করিছে কুশল ভিক্ষা দেবতার পদে।
সতীর নয়নাসারে সিক্ত ভাগ্যবান
সমরে অমর সদা! লহ শিরোপরে
আশীর্ব্বাদ ; উদ্দেশেতে বর্ষিছে যা মাতা
ঘন হুহুঙ্কার রবে আবৃত কানন।
মুহুর্ম্মুহুঃ সিংহনাদে মাতিল সমরে
অযোধ্যার সুশিক্ষিত বিশাল বাহিনী!
হেরিয়া শিশুর শৌর্য্য শর ক্ষেপ প্রথা
বিস্মিত সৈনিক বৃন্দ ; আচ্ছন্ন গগন
অস্ত্রজালে, অস্ত্রমুখে জ্বলিছে অনল।
দেখিয়া অপূর্ব্ব যুদ্ধ শত্রুদ্বয়ে সম্ভাষি

কহিলা ডাকিয়া সুত।
"হের যুবরাজ
কি অদ্ভুত শর শিক্ষা, কি ক্ষিপ্র সন্ধান!
কত সৈন্য গত প্রাণ শিশুর সমরে!
রক্ত গন্ধে উত্তেজিত ব্যাঘ্রশিশু সম,
'অগ্রসর' 'অগ্রসর' ডাকিছে বালক
এ নহে খদ্যোৎ, বীর! এ অগ্নি ভীষণ,
রক্ষা কর সৈন্য দলে, সহিবে কেমনে
এ ভীম বিক্রম কহ, এ কেশরী শিশু
না হ'বে অযোগ্য প্রভো! প্রতিদ্বন্দ্বী তব।"
"সত্য তব বাক্য সুত।"
বিস্ময়ে রাঘব
অগ্রসর প্রীত চিত্তে লব সন্নিধানে;
কহিলা প্রশংস মান নয়নে চাহিয়া,
"বাখানি তোদের বীর্য্য রে বীর কুমার॥
হেরিনু অপূর্ব্ব বীর্য্য ও ভুজ মৃণালে!
নাহি চাহি ইহা হ'তে ধন্য মৃত্যু আর।
ধন্য বীর পণা বৎস! এবে ফির ঘরে
জনক জননী প্রাণে সহিবে কেমনে,
খর শরে ছিন্ন হ'বি শ্যাম শতদল!
কেমনে রাক্ষস সম মমতা পাসরি
বধিব তোদের শিশু! দেহ ভিক্ষা মোরে
তোমাদের ধন্য প্রাণ! বুঝি বা বাছনি!

মাতৃস্তনে গলে ক্ষীর, অশ্রু বহে চোখে,
নিশীথ ঘুণায়ে আসে না পেয়ে তোদেরে
বিজয়ী বীরের মত ফির মাতৃ বুকে !
হতভাগ্য আমি, তাই বাঞ্ছা জাগে হৃদে
হে দেব বাঞ্ছিত শিশু ! লইতে হৃদয়ে
চারু কোকনদ যুগ্ম চন্দন চর্চ্চিত !"
"বিনা রণে অশ্ব তব না দিব ছাড়িয়া"
বিনাশি অব্যর্থ লক্ষ্যে সৈনিক সকল,
কহিছে প্রসন্ন মুখে কুমারে সম্ভাষি
"বিনা রণে অশ্ব তব না দিব ছাড়িয়া।"
সরোষে সৌমিত্রী বীর কহিলা হুঙ্কারি
"এস তবে যুদ্ধ সাধ মিটাব অচিরে।"
শুনি সে আহ্বান বীর দাঁড়াল ফিরিয়া !
স্ফীত জটা সিংহ শিশু করী শিশুসহ
করিতে করিতে যুদ্ধ, মেঘনাদ শুনি
ক্ষণেক নিশ্চেষ্ট রহি' চাহে ঊর্দ্ধপানে
যথা মহা সিংহনাদে ঘোষি' প্রত্যুত্তর,
তেমনি ফিরিল বীর, সমর উল্লাসে
সাপটি ধরিলা করে ভীম প্রহরণ।
মহা শব্দে পৃষ্ঠে তূণে গরজে সঘণে
মন্ত্র পূতঃ অস্ত্র রাজি রণ' রণ' রবে।
'রাখিও শিষ্যের মান' কহিলা কুমার
অস্ত্রদাতা গুরুদেব—চরণ সরোজে !

চন্দ্রচূড় গত প্রাণ পতিত সমরে,
রণজয়ী বীর শিশু ঘন সিংহনাদে
মুখরে কানন।
মহারোষে দ্রুত করে
ভাঙ্গি ধ্বজা নাশি অশ্ব আঘাতি সারথী
সকুণ্ডল শত্রুঘ্নের মস্তক ছেদিয়া
সদম্ভে উঠিল গর্জ্জি ;
অযোধ্যা নগরে
অজ্ঞাত আশঙ্কা ভরে কম্পিত সহসা
সুমিত্রা মাতার হৃদি ! অন্তঃপুরে হায়
সুচরিতা শ্রুতকীর্ত্তি শত্রুঘ্ন বনিতা
অজ্ঞাতে সিন্দুর বিন্দু ফেলিল মুছিয়া
কঙ্কণে আহত তাঁর সুঠাম ললাট ;
বহিল অজস্র ধারা সীতার নয়নে।
ছত্র ভঙ্গ সৈন্যদল যথা বাঁধ ভাঙ্গি'
ছুটে দ্রুত তরঙ্গিনী ; জাহ্নবী জীবনে
সমর্পে জীবন কেহ, বাঁচিল কেহবা।
আনন্দে বিজয় শঙ্খ বাজায়ে কুমার
স্নেহ আলিঙ্গনা বদ্ধ হইল দুজনে।
জানিলনা কোন্ মিত্র পতিত সমরে।

পঞ্চম সর্গ ।

নিশি অবসানে ধীরে অযোধ্যা নগরী
জাগিয়া মেলিল আঁখি 'জয় রাম' বলি,
উৎসবের মহোৎসাহে ছিল এতদিন
প্রফুল্ল অযোধ্যাবাসী বালবৃদ্ধ যুবা
সুসজ্জিত ছিল সদা মনোহর বেশে ।
সজ্জিতা আছিলা পুরী, রাম রম্ভা তরু
প্রতি গৃহদ্বারে, নিম্নে পুণ্যোদকে ভরা
দিব্য কুম্ভ, শোভে' শিরে আম্রের পল্লব ।
প্রতি গৃহ চূড়ে উড়ে মঙ্গল কেতন ।
মৃদুল পবনে তাহে দোলে ফুলহার ।
কিন্তু আজি প্রাণহীন হর্ষহীন অতি
বিষণ্ণ অযোধ্যা, তা'হে নাহি হর্ষরব ;
ঢালেনা শ্রবণে মধু বিহঙ্গ কাকলী ।
ভগ্নদূত ফিরিয়াছে অযোধ্যা নগরে
বহি' পরাজয় বার্ত্তা সীতা পতি কাছে ।
শত্রুঘ্নের মৃত্যুবাণী শুনিয়া শ্রবণে
বাহিনী সজ্জিত করি' রাজ আজ্ঞা লভি
গিয়াছে ভরত বীর লক্ষ্মণের সনে,
দমিয়া দুর্দ্দম রিপু শিশু দুই জন,
আনিতে সে যজ্ঞ অশ্ব অযোধ্যা নগরে ।
বাজেনা বাদিত্র আজি মধুর নিক্বণে

গাহেনা মঙ্গল গীতি নাগরিকদল।
নীরব রাক্ষস কপি ফিরিছে নগরে।
যজ্ঞ দর্শনের তরে সমাগত সেথা
রক্ষ রাজ বিভীষণ নিকষানন্দন ;
মিত্র শোকে শোকাকুল কিষ্কিন্ধ্যা ঈশ্বর।
ফিরাইয়া তুরঙ্গম কবে শুভ দিনে
ফিরিবেন রণজয়ী ভ্রাতা দুই জন
আছে সবে প্রতীক্ষায় অযোধ্যা নগরে।
স্নিগ্ধ অপরাহ্ন ; সূর্য্য রক্তকরচ্ছটা
নিয়ে শুভ্র অভ্রদলে করিয়া রঞ্জিত
সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বাভাস করিছে প্রকাশ।
নিভৃত মন্ত্রণাগারে বশিষ্ঠ সংহতি
আসীন সুবর্ণাসনে ব্রতধারী ভূপ,
বিশ্ব চরাচর খ্যাত সূর্য্য বংশ চূড়া,
নরপতি রামচন্দ্র দশরথাত্মজ।
সুপ্রশান্ত, সৌম্য মূর্ত্তি উদার গম্ভীর।
মরকত নিন্দি কান্তি অতুলন ভবে,
প্রশস্ত উন্নত বক্ষ বীরত্ব আধার,
নির্ম্মল ললাট পট, অঙ্কিত তাহাতে
রাজদণ্ড. লেখা যেন উজ্জ্বল অক্ষরে
বিধির অব্যর্থ লিপি "রাজ-রাজ্যেশ্বর,"
দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশপাশ মলয়ে দুলিছে
শিরস্ত্রাণ পাশে, মুখে মালিন্য ঈষৎ,

কি অটল গাম্ভীর্য্যের দৃঢ় আবরণে
আবরিছে রঘুপতি অসহ্য বেদনা!

অদূরে দুয়ারপ্রান্তে দ্বাররক্ষী রূপে
ভক্ত শ্রেষ্ঠ মহাবলী অঞ্জনা নন্দন,
পারেনা চাহিতে বীর নয়ন তুলিয়া
প্রভুর আনন পানে! মনে পড়ে তার
ঋষ্যমুক্ গিরিশিরে যথা একদিন
সীতাহারা ক্ষুব্ধমতি জানকী বল্লভে
দেখেছিল সঙ্গে রথী সৌমিত্রী লক্ষ্মণ
কাতর উজ্জ্বল কান্তি অশ্রু চিহ্ন অতি
সুস্পষ্ট নীলাব্জ নেত্রে দেখেছিল বীর,
দারুণ বর্ষার দিনে সে গিরি কন্দরে,
রামের নয়ন নীর করিত প্রকাশ
সতত অন্তর ব্যথা। আজি স্তব্ধ হায়!
লুটায়ে লক্ষ্মণ কোলে সীতারে স্মরিয়া
ঢালিয়াছে বারিধারা যুগল নয়ন।
আজি আহা! সুনীরবে কৌশল্যাকুমার
প্রজার সন্তুষ্টি রূপ দেবের দুয়ারে
বলি দিলা প্রাণাধিকা বনিতারে হায়!
(নিরপরাধিনী বালা) নির্ম্মম হৃদয়ে!
সতীর সে দুঃখময় ভীষণ স্মিরিতি
দহে নিত্য অনুক্ষণ, পীড়ে রাজ সাজ

সদা দেহে, বহিতেছে নীরবে ভূপাল
চাহিয়া অন্তর স্থিতা জানকীর পানে,
সে অসহ্য যাতনার স্মৃতি বিষময় !
বহিছে গৈরিক স্রাব সতত অন্তরে !
শত্রুঘ্নের মৃত্যু বার্ত্তা সে অনল মাঝে,
ভীষণ ইন্ধন আজি। কত সবে আর
চূর্ণীকৃত ভস্মীভূত সে মহান্ হৃদি !
দৃষ্টি ফিরাইলা বীর, অবারিত ধারে
বহিল বিষাদ অশ্রু সীতারে স্মরিয়া,
"মা জননি" বলি আহা ! ত্যজিলা নিশ্বাস !
মৃতা জননীরে স্মরি মাতৃভক্ত যথা !
কহিলা বৈদেহী নাথ, বশিষ্ঠে চাহিয়া
বিষাদ ব্যাকুল ভাবে,
"কি আর জগতে
আছে কহ মহাত্মন্ ! প্রিয় অভাগার
প্রাণ মোর রহিয়াছে রণস্থলে যথা
প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতা ভরত লক্ষ্মণ
দেহ মাত্র আছে পড়ি অযোধ্যায় এবে !"
সস্নেহে বশিষ্ঠ দেব কহিলা তাঁহারে
"নিয়তি অখণ্ডনীয় শুনি শাস্ত্র মুখে,
নর কুলোত্তম তুমি স্থির বুদ্ধিমান্
কিবা উপদেশ তোমা দিব মহারাজ ?
তোমারে বিষণ্ণ হেরি বিষণ্ণ এ পুরী

যথা চন্দ্র করজালে সজ্জিতা ধরণী
মেঘান্তরে নিশাকান্ত করিলে গমন
মলিনা প্রকৃতি সতী সহসা অমনি
বিষণ্ণ অযোধ্যা পুরী তেমতি আজিকে।
স্বাগত এ মহাযজ্ঞে মিত্রগণ তব
সুগ্রীব, গুহক রাজ, বিভীষণ বলী
নিজ অনুচর সঙ্গে, কাতর তাহারা
শত্রুঘ্নের শোকে এবে।”

কহিলা দুয়ারে,
দাঁড়াইয়া হনুমান্ “হে বীর কেশরি
আগত সন্দেশবহ, রাজ আজ্ঞা যাচে
দাঁড়াইয়া দ্বার প্রান্তে।”

ত্রস্তে মহারাজ
কহিলেন “আন বীর! আন সমাদরে
ত্বরা করি বার্ত্তাবহে এ প্রকোষ্ঠ মাঝে।”
রাজ অনুমতি লভি পশিল সেখানে
ছিন্ন ভিন্ন বেশধারী রাজ অনুচর।
সাগ্রহে কহিলা শূর, “কহ সমাচার
সত্বরে হে দূতবর! কোথা হ'তে তব
এই বেশে আগমন?”

নমি মহর্ষিরে
সম্ভ্রমে নমিল দূত রাজ যোগীবরে,
কহিল কাতর কণ্ঠে, “কি কহিবে দাস,

আজি রাজ সন্নিধানে? দুর্ম্মুখের মত
সে ভীষণ বাণী মুখে আনিব কেমনে?
মহারাজ, বাক্য নাহি আসে রসনায়!"
সত্রাসে কহিলা প্রভু, "হে সন্দেশবহ!
এসেছ কি রণক্ষেত্র হইতে হেথায়?
রণ বার্ত্তা কহ পুত্র! বিলম্ব না সহে.
আজ্ঞাবহ বার্ত্তাবহ তুমি চিরদিন,
সত্যবাদী! সত্য বাক্যে সদা প্রীত আমি।"

কহিলা সজল চক্ষে কম্পিত বচনে
"কি কহিব রঘুপতি! সমর কাহিনী
দেখিয়াছি নরমণি! এ দীর্ঘ জীবনে
বহু যুদ্ধ, কিন্তু হেন অসম-সমর
দেখি নাই, শুনি নাই নর রসনায়।
শায়িত সসৈন্যে রণে বীরকুল চূড়া
ভ্রাতৃদ্বয় তব বলী! মহা ঝঞ্ঝা যথা
নির্ম্মূলিয়া অরণ্যানী মহা মহীরুহে
বিনাশে, তেমনি সেথা হে লঙ্কা-বিজয়ি!
বিশাল বিটপী সম পতিত সমরে
রাজপুত্র দুইজনে, ছত্রভঙ্গ সেনা
হায়রে বিগত জীব জাহ্নবী জীবনে!
বাঁচিয়াছে এ কুবার্ত্তা বহিবে বলিয়া
দাসের কঠোর প্রাণ সে ভীম সংগ্রামে।

কিন্তু যে ভয়াল দৃশ্য দেখেছি নয়নে
তাহা হ'তে মৃত্যু নহে অধিক ভীষণ।"
স্তম্ভিত ভীষণ বাক্য পশিয়া শ্রবণে
স্বর্ণাসনে মহারাজ কৌশল্যা কুমার
যথা নীলাম্বর স্পর্শী শালবৃক্ষ মরি !
বজ্রাঘাতে স্তব্ধ কায় জ্বালা দগ্ধ চিতে !

* * * *

চৈতন্য লভিয়া প্রভু কাঁদিলা বিষাদে
কাঁদে খেদে মহাবল অঞ্জনা কুমার,
শোক রুদ্ধ কণ্ঠ স্বরে কহিলা নৃমনি,
"আজি ফুরাইল সব, হা ভ্রাতা আমার !
বীরমণি ! কুলচূড়া, বিখ্যাত ভুবনে
ভ্রাতৃভক্ত অনুরক্ত, জীবন দেউটী
অকালে ফুৎকারে হায় ! কে দিল নিবায়ে ?
অবহেলে ক্ষুদ্র শিশু কালানল রূপে
আনন্দ কানন মোর জীবনের আশা
কেমনে দহিল হায় সম্মুখ সমরে !
কোদণ্ড টঙ্কারে যার কাঁপে দশদিশি
ব্রহ্মচর্য্যে বীর্য্য যার সংযত হৃদয়ে
সঙ্গে যার অনুযাত্রী মেঘনাদজয়ী
শিশুর সমরে আজ পতিত তাহারা !
হেন অবিশ্বাস্য কথা সত্য হবে হায় !
রামের অদৃষ্টগুণে হা ভাগ্য বিধাতা !

এ ভীষণ শক্তিশেল কে হানিল কহ
কে জ্বালি সমরানল দহিল তাহাতে.
রামের জীবনিশক্তি অন্ধের নয়ন ?
শেষ সুখ শান্তি তোরা এই অভাগার
মহীতলে, কে মায়াবী হরিল রে তায়!
কেমনে রহিবে রাম এ ছার ভুবনে ?
সোনার বাণিজ্যে আজি না জানি কিরূপে
অমূল্য মাণিক ত্রয়ে দিনু বিসর্জ্জন
অগাধ সাগর নীরে! ডুবিল গোস্পদে
অভাগার আশা তরী বিধি বিড়ম্বনে!
অশ্বমেধে ভ্রাতৃমেধ হায়রে আমার!
কেমনে পশিব আজি অন্তঃপুর মাঝে
কাঁদিছেন হা অভাগ্য! যথায় জননী
সুমিত্রা কৈকেয়ী আর্য্যা, সঙ্গে ভাগ্যহীনা
দেবী তুল্যা পুত্রবধূ! কি চণ্ডাল আমি!
দুঃখ দিতে সবাকারে জন্ম অভাগার,
উজ্জ্বল এ কুলগর্ব্ব খর্ব্ব মম করে!
মোর তরে বৃদ্ধ পিতা বিগত জীবন;
বনবাসী ব্রহ্মচারী লক্ষ্মণ সুমতি,
সঙ্গে ব্রহ্মচারী হায়! শত্রুঘ্ন ভরত!
আজিকে চরম দুঃখ নাশিনু তাদেরে,
নির্দ্দয় রাক্ষস সম! দিয়াছেন সঁপি
মম করে আর্য্যাগণ প্রাণাধিকত্রয়ে,

রক্ষিতে হ'লনা শক্তি হারানু অনাসে!
রহিনু অভাগ্য মূঢ় অযোধ্যা নগরে
প্রাণাধিক দ্বয়ে দিয়ে ভীষণ সমরে!
হা ধিক্ কঠোর প্রাণ, নাহি যায় যাহা
তোদের বিয়োগ বার্ত্তা পশিয়া শ্রবণে
এস ভ্রাতঃ! সবে মিলি তৃষিত অন্তরে
ভ্রাতৃ সম্বোধনে সুধা সিঞ্চিয়া হরষে!
সদা অনুগত মোর আজ্ঞাবহ সদা
রে লক্ষ্মণ! আজ্ঞা পেয়ে জনকসুতারে
বিসর্জ্জিলে ঘোর বনে পাষাণ হইয়া।
সম্বরিতে অশ্রুজল গেল বিদারিয়া
ওরে মোর প্রিয় ভক্ত! ও অন্তরখানি!
নীরবে পালিলে তবু নির্ম্মম আদেশ!
আজ্ঞা মোর না লইয়া অজ্ঞাত প্রদেশে
কেমনে চলিলে আজি কহ ধনুর্দ্ধর!
লজ্জা নাহি দেহ আর, কাঁদিছে কাতরে
হতভাগ্য ভ্রাতা হেথা দাও দেখা তায়।
রাখিবে রাঘব এবে অন্তরে তোদেরে
দিবেনা এ মহীতলে নামিতে এবার!
অস্ত্রাহত ক্ষত অঙ্গ যাবে জুড়াইয়া
স্নেহে তার প্রাণাধিক! জুড়াবে অভাগা
ধরিয়া তাপিত বক্ষে হারানিধিগণে!
জ্বালা নাহি সহে আর কত সবে কহ

ক্ষুদ্র মানবের হৃদি ? চাহে যে ভাঙ্গিতে !
শায়িত অসংখ্য সৈন্য জাহ্নবী পুলিনে,
"নরভুক্‌রক্ষঃ" বলি দিতেছে ধিক্কার
তীব্র অভিশাপে হায় ! অযোধ্যা নিবাসী।
ঘুচাও এ অমানিশা এ কলঙ্ক কালি !
কহ মোরে, বাঁচাইব কেমনে তাদেরে ?"
হতাশ্বাসে মহেষ্বাস নীরব সখেদে !
সুধীর সংযত কণ্ঠে কহিলা তখন
মহর্ষি বশিষ্ঠ দূতে,
"কহ দূতবর !
কেমনে সংগ্রাম করি পড়িলা সকলে
শিশু হস্তে, কহ শুনি সেই বিবরণ।"
শিহরি কহিল দূত,
"বর্ণিব কেমনে
অপূর্ব্ব সে রণ প্রভু, শিশুর সংগ্রামে
অযোধ্যার যোদ্ধৃবৃন্দ অজেয় প্রত্যেকে,
আপনি বীরেন্দ্রদ্বয় সৈন্যাধ্যক্ষ তাহে
পরাজিত সবে ; দেব ! কি উল্লাস ভরে
গর্জ্জিল আয়ুধ দিব্য শিশু শরাসনে !
শিশু মুখে কি ভীষণ হুহুঙ্কার রব !
ক্ষুদ্র অহি শিশু হায়, রথ গজ হীন
করিল ভীষণ যুদ্ধ দাঁড়ায়ে ভূতলে,
তুচ্ছ জ্ঞানে দু'টী সৈন্য অগ্রসর রণে।

ক্ষণ মাত্র রণ হায় ! নয়ন নিমেষে
নাশি' আততায়ী শিশু হাসিয়া কহিলা,
"শিশু সহ রণ ইচ্ছু' নাহি কিরে কেহ
এ বিশাল চমূ মাঝে হে ধানুকী দল !"
এই রূপে সৈন্য ক্ষয় কতক্ষণ ধরি'
দ্বন্দ যুদ্ধে অগ্রসর ভরত লক্ষ্মণ
সার্দ্ধ প্রহরেক রণে শায়িত সেথায়
হে বীরেন্দ্র ! বীর শ্রেষ্ঠ ভ্রতৃদ্বয় তব !"
উঠিয়া সুক্রুত করে মুছিয়া নয়ন
প্রলয় জীমূত মন্দ্রে কহিলা নৃমনি !
"কে রবে নীরবে আজি ক্ষত্র পুত্র হ'য়ে,
ভীরু কাপুরুষ সম অন্তঃপুর মাঝে !
প্রতি হিংসা রক্ত তৃষ্ণা উঠুক জাগিয়া,
জাগুক্ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অসির ঝঙ্কারে।
সাজ যুদ্ধে রক্ষ ! কপি, সাজাও বাহিনী
লঙ্কাপতি বিভীষণ বিভীষণ রণে।
সাজরে সুগ্রীব মিত্র ! কপি সৈন্য সনে ;
পদাঘাতে জাগরিত ভীম ফণাধারা
ফনী, কোটী ফণা মেলি চলরে ধাইয়া
কোথা মোর ভ্রাতৃ হন্তা দুরন্ত অরাতি !
দহিবে রে বিষদাহে উন্মত্ত রাঘব।
আপনি পশিব আজি সাজি বীর সাজে
ভেটিতে সম্মুখ রণে ভ্রাতৃঘাতী দ্বয়ে !

হেরিব সে ছদ্ম শিশু কেহেন ভূতলে,
বধিল সম্মুখ রণে ভ্রাতা তিন জনে।
আপনি কি মৃত্যু পতি ছদ্মবেশ ধরি
আসিয়াছে রণাঙ্গনে শিশুরূপে হায়!
মিশায়ে নয়ন লোর ভ্রাতৃঘাতী লোহে
তর্পণ করিব ভ্রাতঃ! এ প্রতিজ্ঞা মম!"
আজ্ঞা দিলা সেনানীরে সাজিতে আহবে
রণ রণ রবে ভেরী উঠিল বাজিয়া
সজ্জিত বীরেন্দ্র যত যাইতে সমরে!

ষষ্ঠ সর্গ।

বিধির অব্যর্থ লিপি ! যজ্ঞ অশ্ব তরে,
ভরত লক্ষ্মণ যবে সাজায়ে বাহিনী,
বীরেন্দ্র বিক্রমে আসি পশিল আশ্রমে,
জাগিয়াছে কার চিত্তে, জাহ্নবী পুলিনে
রচিয়া অন্তিম শয্যা আয়ুধ নিকরে
শায়িত হইবে হায় ! শিশুর সংগ্রামে
ব্রহ্মচারী যোদ্ধাদ্বয় ! ধৌত করি কুল
হর প্রিয়া ভাগিরথী বহেন নীরবে ;
রক্ত বর্ণ তরঙ্গিনী, ঈষদুর্দ্ধে তার,
বহিছে শোনিত নদী নিস্তব্ধ নীরব !
ফিরিছে গৃধিনী শিবা আনন্দ অন্তরে,
শ্মশান ভাবিয়া চিত্তে মহা ঘোর রোলে !
সে মহা শ্মশান ক্ষেত্রে করি' বিচরণ,
রক্ষিয়াছে যোদ্ধাদ্বয় আহত সৈনিকে।
মুমূর্ষু লভেছে শান্তি মহা ক্লেশ হ'তে !
ঢালিয়াছে অশ্রুধারা সর্ব্ব অঙ্গে তার।
আর্দ্র হিয়া ভ্রাতৃ স্নেহে, জাগিয়াছে মনে,
যদিরে অপর ভ্রাতা কর্ত্তব্যের তরে
পড়িত সমরাঙ্গনে, অন্তিমে তাহার
ভাসিত অন্তর মাঝে মাতৃ মুখ সনে,
ভ্রাতার আনন্দ পূর্ণ প্রিয় কণ্ঠস্বর !

পরশি কোমল করে আহতের কায়ে
মন্ত্র মুগ্ধ সম দোঁহে মৃদু কণ্ঠস্বরে
সুধাইছে "ক্ষত স্থানে যন্ত্রণা কেমন?"
বিস্ময়ে মরণক্ষণে শিশু অঙ্কশায়ী
শত সৈন্য, আঁখি জল করেছে বর্ষণ!
যুদ্ধ কালে কালান্তক কার্ম্মুক টঙ্কার
করিয়াছে যেই ভুজে স্নেহ শ্লথ তাহা!
কার্য্য শেষে জয়ী বীর মাতৃ অঙ্ক পরে
ফিরিয়াছে অঙ্গ ধৌত করি গঙ্গোদকে!
মাতৃ স্নেহে সুশীতল দোঁহার অন্তর,
প্রবোধিয়া জননীরে ফিরিল প্রভাতে
প্রিয় তটিনীর তটে, শোভে' শুক তারা
তখনো ঊষার ভালে, অঞ্চলে আমরি!
তরুণ অরুণ রশ্মি রাজিছে ঈষৎ।
তটিনী অদূরবর্ত্তী শাল তরুতলে
বসিয়া কহিল লব,

"এখনো কি লাগি,
নাহি দেখি নীল নভে অশ্বপদ ধূলি?
ভ্রাতৃ হারা ক্ষুব্ধ চিত্ত ক্রুদ্ধ রঘুনাথে
প্রলয়ে সংহার মূর্ত্তি শূলী শম্ভু সম
প্রতিশোধ ইচ্ছু কেন না হেরি এখনো?
গত নিশাকালে শুধু ভাবিয়াছি চিতে,
প্রাণাধিক ভগ্নদূত কহিবে যখন

"পণ্ডিত হে রঘুপতি ভ্রাতৃবৃন্দ তব"
কেমনে সে বজ্রবাণী ধ্বনিবে গম্ভীরে
সীতা শোকে ম্রিয়মান রাঘব পরাণে !
মণিহারা ফণীসম উঠিবে গর্জ্জিয়া !
সুরক্ষিত রাজ চমূ প্রায় নষ্ট সব,
অবশিষ্ট রক্ষোজয়ী বানর বাহিনী।
হেরিব সুমন্ত্র চালিত বিমানে
বীর ত্রাস রঘুমনি লঙ্কেশ বিজয়ী,
কি ভাগ্য শিশুর আজি। পূজিব হরষে
সে বীরেন্দ্রে শর দিয়ে বীর উপচারে !"
নীলাভ নভোমণ্ডলে চাহিয়া দু'জনে
অতীব তৃষিত আঁখি, চাতক যেমতি
নব জলধর পানে। বহুক্ষণ পরে
পশ্চিম গগন প্রান্তে ঘন ধূম সম
ধূসর বরণে ক্রমে আবরিল যেন'
সচকিত বীর শিশু ; দেখিতে দেখিতে
কহে কুশ,
"অরিন্দম ! পূর্ণ মনস্কাম
দ্রুতগতি মহীপতি অগ্রসর হেথা,
অশ্বপদ ধূলি হেরি, মহাশব্দ শুনি,
মহর্ষির মহাপ্রিয় তপোবন ত্যজি,
অদূর প্রান্তর মাঝে দাঁড়াইয়া বীর !
রঘুনাথে বীরপণা দেখাব সেথায়।"

আলিঙ্গিয়া পরস্পরে গাঢ় স্নেহ ভরে,
পরস্পরে মুখপানে চাহিল ক্ষণেক !
কহে লব, "সাবধানে পশিও' সমরে,
যদি ভাই, এই হয় শেষ আলিঙ্গন
জন্ম ভরি' মনে রেখ' দুঃখ না ভাবিও
স্নেহময়ী জননীরে প্রবোধ বচনে
বুঝাইও, অশ্রুধারা দিও না ফেলিতে।
যদি হয় রণ জয় মায়ের প্রসাদে,
নাগ পাশে রেখ' বাঁধি পবন নন্দনে,
মাতৃপদাম্বুজ তলে দিব উপহার
বীরত্বের পরিচয় পাইবে জননী।"
আনন্দে ত্বরিত গতি সাজিলা দু'জনে
রণসাজে, বল্‌কল অঙ্গ আবরণ
আঁটিয়া বাঁধিলা দেহে, অসি কটিমূলে
বাঁধিল সুদৃঢ় করি ; গরজে সঘনে
তূণ মধ্যে মহা অস্ত্র ব্রহ্মশিরা আদি।
ভক্তি ভরে নত জানু গুরুর উদ্দেশে ;
স্মরিলা অন্তর মাঝে মাতার চরণ !
গর্ব্বস্ফীত তেজোদৃপ্ত উন্নত শরীর
চক্ষে খেলে মহোৎসাহ, মহোৎসাহ প্রাণে
ক্রীড়াঙ্গনে সাথী হেরি নবোৎসাহে যথা
মাতে বালকের হিয়া !

ভ্রাতৃয়ের খেলে

ভাগীরথী পার হ'য়ে শত শত সেনা
বিকট দর্শন যত বানর কটক
মহাশব্দে মুখরিত করিল আশ্রম!
দুগ্ধ শ্বেত পতাকায় আচ্ছন্ন গগন।
কিবা মনোহর দৃশ্য! পশ্চাতে পুষ্পক
সুমন্ত্র চালিত অশ্ব বসি সে বিমানে,
ক্ষুব্ধ চিন্তাক্লিষ্ট চিত্ত বিষণ্ণ রাঘব;
সুনীল গগনে যেন আসিছে ঘনায়ে
বরষার মেঘমালা, গিরি শিরে যেন,
ধূসর তমসা জাল ফেলেছে ঢাকিয়া!
শুষ্ক অশ্রু চিহ্ন গণ্ড, শুষ্ক যেন প্রাণ
উৎসাহ উদ্যম হারা। রাজসজ্জা কায়ে,
সুবর্ণ কিরীটি শিরে, মণি জ্বলে তায়,
অঙ্গে শোভে অঙ্গত্রাণ রতন খচিত।
নীলাব্জ নয়নদ্বয় (চাহিল যা দিয়ে
পূজিতে শঙ্করী পদ) শোক ম্লান যেন
শুনিয়া কর্ব্বূর-ঘাতী ভ্রাতার পতন!
"সতর্কে রহিও ভ্রাতঃ! রথ, রথী হীন
মায়ের অঞ্চল নিধি আমরা আজিকে"
উপদেশ বার্ত্তা বলি' রাজ রথ পাশে
আসিয়া নিরখে লব কৌশল্যা নন্দনে।
আজন্ম তৃষিত নেত্র আহা! স্নিগ্ধ আজি,
তাপ দগ্ধ গিরি যথা বৃষ্টি ধারা পাতে!

অজ্ঞাত পুলকে দেহ উঠিল শিহরি'
কি যেন অভাব তার পরিপূর্ণ আজ
চরিতার্থ জন্ম যেন ভাবিল সে চিতে !
সম্বোধি মধুরারাবে মৃদু কণ্ঠস্বরে,
কহিলেন রঘুপতি,
"হে প্রিয় দর্শন !
এ ক্ষেত্রে কি প্রতিদ্বন্দী তোমরা আমার ?
শায়িত কি মহাবাহু ভ্রাতা তিনজন
ওই ভূজবলে ? যেন নবনীত দিয়ে
গঠিত মৃনাল কান্তি কম ভূজযুগ !
এত তীক্ষ্ণ, এত তীব্র, শিশু সর্প সম
তোমাদের অস্ত্র বৎস ! বিশাল বাহিনী
হেরিতেছি নিপাতিত তোমাদের করে !
ধন্য মহা বীর্য্য যোদ্ধা ! পরিতুষ্ট আমি।
অজ্ঞাতে বিজয়-লক্ষ্মী করেছে বরণ,
তোমা দোঁহাকারে আজি এ সমর স্থলে।
রাজটীকা দিব আঁকি' ও দিবা ললাটে
সুরেশ সুলভ শির শোভিবে কিরীটে—
পুত্রাধিক যত্নে দোঁহে পালিবে রাঘব
রণে দেহ ক্ষমা, অশ্ব দেহ মোর ছাড়ি।
চল সঙ্গে যজ্ঞাগারে ; জীবিত কি কহ
পিতা তব ভাগ্যবান মাতা ভাগ্যবতী ?
সম্ভবে কি এত বীর্য্য তাপস নন্দনে ?

শান্তি প্রিয় দ্বিজসুত অস্ত্রবিদ্ হেন ?
ধন্য কবি কোন বংশ, অলঙ্কার রূপে
উজলিছ কহ দোঁহে।"

জুড়ি যুগ্ম কর,
কহিলা কুমারদ্বয় সুবিনীত স্বরে ;—
"আজন্ম নবনিবাসী তাপসকুমার,
আমরা বাল্মিকী শিষ্য শুন মহারাজ !
এইমাত্র পরিচয় জানিবে দোঁহার।
কি প্রশংসা আমাদের এ সমর জয়ে
কহ দেব ! দিনমণি নিজ তেজ দিয়া
চন্দ্রমারে জ্যোতিষ্মান করেন সতত,
তাই সে শীতল কর প্লাবে বসুন্ধরা ;
ধন্য কহ শিক্ষা-গুরু সে তাপসবরে।
কুতূহলে যজ্ঞ অশ্ব রণ পণ করি
বাঁধিয়াছি মহারাজ ! ফিরাইতে তাহে
শায়িত সসৈন্যে হের ভ্রাতৃবৃন্দ তব।
আজ্ঞা দেহ নরোত্তম তব সৈন্যদলে
করিতে সম্মুখ যুদ্ধ ; সাজায়ে বাহিনী
এস রণে ধরি ধনুঃ, যে কার্ম্মুক ধরি
বিনাশিলে লঙ্কাপুরে লঙ্কেশ-বিজয়ি !
রক্ষঃ সনে দশাননে, এ প্রার্থনা মম।"
কোমল করুণ কণ্ঠে কহিলা নৃমণি,
চাহিয়া সতৃষ্ণ আঁখি শিশু মুখপানে—

"ধন্য সত্য গুরু তব ; কিন্তু বীরবর!
প্রতিবিম্ব ধরিবারে নিজ অঙ্গ পরে,
সুস্বচ্ছ দর্পণ বৎস! সক্ষম সতত,
নহে কভু মৃৎ পাত্র প্রতিবিম্বগ্রাহী!
দেখিতেছি আজি বলি! তোমরা তেমনি
মহর্ষির শিক্ষা লভি' নিজ প্রতিভায়।
অতুল বীরত্ব রত্ন মণ্ডিত আজিকে!
কিন্তু তবু ব্যথা আসে এ পোড়া পরাণে
ভাবিতে, হানিব অস্ত্র ও কম শরীরে!
চির ভাগ্যহীন রাম, সুভাগ্য হইলে
তোদেরি মতন শিশু চিদানন্দরূপী
শিখিত আয়ুধ ক্রীড়া বসি রথ পাশে!
রাখ বাক্য ধনুর্দ্ধর, ছাড় রণ পণ
এস অভাগার বুকে। কেন পুত্র বলি
মনে হয়? হেরি যেন আমারি শৈশব
আজি মূর্ত্তিমান হায়! আমার নয়নে!
সীতার সারল্য আর কোমলতা ছবি,
অঙ্গে অঙ্গে হেরি যেন, অন্তর আমার
উথলিত, মহাসিন্ধু ঝটিকা পরশে
বিক্ষুব্ধ যেমতি হায়! তোরা পুত্র কার?
তোরা কিরে জানকীর শেষ লক্ষ্যাস্থল?"
বিরক্তি রক্তিম মুখে কহিলা সতেজে
শিশুলব, "রঘুমনি! তুমি নরপতি

এ রাজ্যের, প্রজাপুঞ্জ পুত্রতুল্য তব
ভাগ্য দোষে নরমনি! পুত্রহীন তুমি
বালকে দেখিয়া তাই ও অন্তর মাঝে
লুক্কায়িত স্নেহধারা কুলপ্লাবী হ'য়ে
আকুল করিছে তব ও মহান্ হিয়া!
না নিবার রণে বীর! স্থির প্রজ্ঞ মোরা;
তোমার সংগ্রাম প্রথা শিখাও আজিকে
শিশুদ্বয়ে, দেখ বলি, পরীক্ষা করিয়া
কি শিক্ষা ল'ভেছি দোঁহে মহর্ষির কাছে।
কি কহিব মহারাজ, দেখ ভাবি মনে
বিন্দু ভীতি থাকিলে এ অন্তর মাঝারে
তব আজ্ঞা ধরি শিরে রাখি শরাসন
ফিরিতাম স্বকুটীরে। তুমি পৃথ্বীপতি,
মাগিতে জীবন ভিক্ষা তব সন্নিধানে
কি লজ্জা শিশুর কহ? করিয়াছি পণ
'বিনা রণে অশ্ববরে না দিব ছাড়িয়া'
দেহে বহে উষ্ণ রক্ত, নাচিছে ধমনী
রণবাদ্যে, কহ মোরে ফিরিব কেমনে
আমরা বাল্মিকী শিষ্য অপমান করি
মহর্ষি প্রদত্ত দিব্য আয়ুধ নিকরে?
ধর ধনুঃ মহারাজ! জিনিয়া সংগ্রামে
দণ্ড দেহ এ অবাধ্য প্রজাদ্বয়ে তব।"
শুনি শিশু মুখে শেষ শপথের কথা,

আজ্ঞা দিলা মহামতি আপন সেনারে,
করিতে সম্মুখ রণ ; ধরিলা আপনি
দীপ্তিময় শরাসন দশাননঘাতী।
দক্ষিণে সুগ্রীব মিত্র, বামে বিভীষণ,
সম্মুখে রক্ষিছে রথ পবন তনয় ;
ভীম মূর্ত্তি কপিবৃন্দ চালিত বাহিনী।
অগ্রসর রক্ষঃসৈন্য রণে ভয়ঙ্কর।
কহিলেন রঘুনাথ

"লহ মহারথি,
ইচ্ছামত রথ অশ্ব বাছিয়া দুজনে,
কর যুদ্ধ,"

সসম্ভ্রমে উত্তরিল দোঁহে ;
"ধন্য তব আনুকূল্য, কিন্তু মহামতি,
নহি মোরা এ জীবনে সুখ অভিলাষী,
আজন্ম সুখ পালিত। কঠোর জীবনে
লভিয়াছি বাল্যকালে অনন্য সুলভ
কঠোরতা, মহারাজ, রহিব ভূতলে।"
বাজিল সমর বাদ্য ঘন রোলে
উত্তরিল প্রতিধ্বনি দিগন্ত বিদারি।

সপ্তম সর্গ।

সপ্তাহ অতীত প্রায়, ভীষণ সংগ্রাম !
একা অভিমন্যু যথা কুরু ব্যূহ মাঝে,
বিমথিল কৌরবেরে কেশরী বিক্রমে
সামান্য কিশোর বীর ! অথবা ত্রিদিবে
উমার কুমার যথা দৈত্য দলপতি
বীরেন্দ্র 'তারক' সঙ্গে ত্রিদিবের তরে !
শিশুর সমর হেরি বিস্মিত রাঘব !
জাগিছে মানসে তাঁর, ঋষি যজ্ঞাগারে
ছিলেন শৈশবে যবে যজ্ঞরক্ষী রূপে
অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গী. এমনি কৌশলে
বিনাশিয়া রক্ষঃগণে মায়াবী মারীচে
অৰ্দ্ধমৃত শরহাত করেছিলা হায় !
আচ্ছাদিত শরজালে মধ্যাহ্ন গগনে
ভগবান অংশুমালী, কুলক্ষয় হেরি !
নাহি পুষ্পকের সেই শয্যা মনোহর ;
নাহি গতি. শরজালে রুদ্ধ দশদিক ;
সন্ত্রাসিত রঘুমনি শিশুর সমরে !
নাগপাশে বদ্ধ দূরে অঞ্জনানন্দন
চির অরিন্দম রণে ; নয়ন পলকে
রাঘবের ব্রহ্মঅস্ত্র বিনাশিল বীর
শেলপাটে, বিন্দু ঘর্ম্ম মুছিতে ললাটে

খণ্ড খণ্ড অশ্ববৃন্দ, কম্পিত বিমান,
ছিন্ন কণ্ঠ সুমন্ত্রের, সত্বরে ভূতলে
অবতীর্ণ সীতানাথ অসি চর্ম্ম ধরি,
হুঙ্কারি কহিল লব, "সম্বর নৃমনি!"
যমদণ্ড সম অস্ত্র তারকার গতি
উগারিয়া অস্ত্রগণ ছুটিল চকিতে
রাঘবের বক্ষ লক্ষ্যে, হেরিয়া নৃপতি
দাঁড়াইলা শূল করে শূলী শম্ভুসম,
স্মরি নিজ ইষ্টদেবে, বিঁধিল আসিলা
ভস্ম করি অসিচর্ম্ম, রাঘবের বুকে,
নিপতিত রঘুনাথ শোণিতার্দ্র ভূমে,
মধ্যাহ্ন মিহির আহা লুটায় যেমতি
মহীতলে! রাহুগ্রাসে পূর্ণশশী আজি!
পরাজিত রক্ষঃ সৈন্য বিপুল আয়াসে
হুঙ্কারিল কুশ, নাশি বানর বাহিনী!
রক্তাপ্লুত অঙ্গে দোঁহে আলিঙ্গন করি
মহাশঙ্খ বাজাইল বিজয় উল্লাসে।
অচৈতন্য হনু তাহে জাগরিত হায়!
বিষাদে কপীন্দ্র হেরে পতিত সমরে
রাঘবেন্দ্র. বরঅঙ্গ লুণ্ঠিত ভূতলে;
মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ জাম্বুবান শায়িত সংগ্রামে।
পতিত সুষেন, গয়, গবাক্ষ, অঙ্গদ,
সুগ্রীব বানর রাজ উমা তারা পতি,

অচৈতন্য বিভীষণ রক্ষঃগণ সনে!
মহা রণক্ষেত্র মাঝে শায়িত সকলে
খর শরাঘাতে, খেদে অবসন্ন কায়ে
"হায় প্রভো!" বলি কপি মুর্চ্ছিত আবার!
বক্ষ হ'তে—ভক্ত বীর যেই বক্ষ মাঝে
'রাম' নাম 'রাম' মূর্ত্তি বহিত হরষে,
সেই বক্ষ হ'তে বেগে বহিয়া রুধির
সিক্ত সর্ব্ব দেহ, বলী নিস্পন্দ বিষাদে।
শুনিয়া সে শব্দ কুশ চাহে চারিদিকে
হেরিল জীবিত কিন্তু সংজ্ঞাহীন কপি।
কহিল, "শুনেছি বীর! অমর এ হনু
জানকীর আশীর্ব্বাদে রবে চারিযুগ!
লহ বাঁধি বৃক্ষ শাখে, কুটীরে ইহারে,
যুদ্ধ শেষ সমাচার কহিব মায়েরে।
বলিয়াছি এতদিন 'মোরা ক্রীড়া করি
রাজপুত্রগণ সহ, দেখাইব আজি
সে ক্রীড়া জীবন মৃত্যু দিল নির্ব্বাচিয়া।
কর্ব্বুর গৌরব খর্ব্ব যার ভুজবলে
সেই মহাবলী আজি নিপতিত রণে
বন্দী হনু (চিরদিন অজেয় সমরে)
শিশুর শানিত অস্ত্রে আজিকে হেথায়।"
থামিয়াছে ভীমরণ, মহাবেগ ভরে
নদ পতি লীন হ'য়ে সশব্দে সাগরে

নিস্তব্ধ নীরব, ঝঞ্ঝা অন্তে নীরনিধি
গম্ভীর সুস্থির অতি। নির্ম্মল গগন,
মহাদুঃখে দিনেশ্বর সর্ব্ব অঙ্গ হ'তে
যেন রক্ত পড়ে ঝরি অস্তাচল শিরে।
অন্ধকার সুনীরবে আচ্ছাদিতে আসে
রণক্ষেত্র, গঙ্গাদেবী সাজিয়া মোহিনী
খেলিছে মৃদু মলয়ে বালিকার মত
ঊর্ম্মি বাহু তুলি, বক্ষে সাজে অভিনব
শ্বেত পুষ্প মাল্য সম শুভ্র ফেন রাশি
রক্ত রবি কর পড়ি তরঙ্গ উপরে
প্রবাল মুকুতা সম রাজিছে সুন্দর!
কি লীলা করিছে সতী বেলা বিলম্বিতা—
ধ্যান মগ্ন শম্ভু শিরে খেলে যথা সুখে!
মাতৃস্নেহ ধারা সম পবিত্র নির্ম্মল
মনো বিমোহিনী শোভা অপরাহ্ন কালে।
থামিয়াছে যোদ্ধা মুখে মহাদম্ভ রব,
অশ্বের গর্জ্জন আর মাতঙ্গ বৃংহতি
না করে কম্পিত পৃথ্বী, ধ্বংসশেষ সেনা
অবসাদে অচৈতন্য সপ্তাহের শেষে।
সজ্জিত অরণ্য মাঝে দাবানল রূপে
দহিয়াছে শিশুদ্বয় অমিত বিক্রমে!

* * *

নীরব আবাস মাঝে জনক দুহিতা

চিন্তাক্লিষ্টা, দুঃখভারে অবনত হিয়া;
সহসা আকুল হ'য়ে নয়ন যুগলে
বহিয়া সলিল ধারা, ভিজিল বসন।
হাহাকারে ভরে হিয়া; অস্ফুট আরাবে
অন্তরের অভ্যন্তরে কে কাঁদে বিষাদে!
যেন কার জীবনের সুখস্বপ্ন শত
আকাশ কুসুম সম মিশাল আকাশে!
গাঁথা মালা আছে পড়ি; রয়েছে পড়িয়া
পূজার নৈবেদ্য, হায়! শূন্য হৃদাগার,
প্রেমের দেবতা কা'র নাহি সে মন্দিরে!
একাকিনী মা জননী, না পশে সেখানে
রণ কোলাহল রব; না জানে বারতা,
শুনে নিত্য নিশা শেষে পুত্রদ্বয় কাছে,
মৃগয়া করিতে আসে রাজপুত্রগণ,
আশ্রম রক্ষার তরে থাকে লব কুশ।
মহর্ষি নাহিক বাসে অরক্ষিত দোঁহে,
শিক্ষিত তাহাতে, সদা ফিরে অস্ত্রকরে।
মানস সরস মাঝে স্বর্ণ পদ্ম সম,
স্নেহের প্রসূন দু'টী, ছিঁড়িয়া কি কেহ
সীতার জীবনী শক্তি হরিল হায়রে?
কাতরে কাঁদিছে হিয়া তাই কি আজিকে
শত দিবসের কথা শত সুখ দুখ,
চিত্রপটে সুচিত্রিত চিত্রের মতন,

একে একে দেখা দিল অন্তর মাঝারে।
তিলে তিলে অগ্নিজ্বালা দহিছে হৃদয়,
ধূমহীন চিহ্নহীন সে বহ্নি ভীষণ।
বিশাল এ বিশ্বতলে অভাগী সীতার,
অন্তর প্রস্তর মাঝে ক্ষীণতোয় দু'টী
প্রীতির নির্ঝর বহে করিয়া শীতল
এ অসহ্য জ্বালা অতি মানস মোহন,
রক্ষ শম্ভূ শূলপাণি! না শুকায় যেন
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপ সে নির্ঝর দ্বয়ে।
রক্ষা কর শিবরাণি! সতি, কাত্যায়নি!
ক্ষীণ এ তারকা দু'টী, গভীর তিমিরে
আচ্ছন্ন অন্তরাকাশে ক্ষীণ দীপ্তি মরি!
না নিবায়ো দয়াময়ি! রক্ষ রণে বনে।
জগৎ জননী তুমি, মাতৃ হিয়া তব
অবিদিত নহে মাগো! স্মর মা আজিকে
সুকুমার কার্ত্তিকেয়ে।'

একাকিনী সীতা;
দিবসের কার্য্য শেষে পুষ্পোদ্যান মাঝে
ভ্রমিছেন; মৃদু মন্দ সান্ধ্য সমীরণ
কুসুম সুবাস হরি, আসিল ছুটিয়া
জুড়াইতে জানকীর বর বপু খানি
তপোক্লিষ্ট দুঃখে ম্লান। কাষায় বসনা
পতিব্রতা সাধ্বী সতী কোন্ অন্তরে

পুত্রের কুশল বার্ত্তা চিন্তেন নীরবে।
কুসুম ফুটিল কত ; বেলা, গন্ধরাজ,
মল্লিকা, বাসন্তী পুষ্প বকুল গোলাপ
আবরি শ্যামল পত্রে অর্দ্ধ অঙ্গ (যেন
চতুর ভ্রমর ভয়ে) ঈষৎ হাসিয়া।
রূপসী মালতী যুঁথী ফুটিল গৌরবে,
অর্দ্ধস্ফুট কেতকীর মধুময় ঘ্রাণ,
বহিল মলয়ানিল আমোদে মাতিয়া।
শ্মশান নিবাসী শিব অঙ্গ আভরণ
ধুস্তুরা, চাহিল অতি মদালস চোখে,
দেবদেব ধ্যান যথা গম্ভীর সুন্দর !
দিবাশেষে দিনেশেরে হেরিয়া পশ্চিমে,
পশ্চিমে পড়িল ঢলি পতিপ্রাণা সতী
সূর্য্যমুখী, রাঙ্গা মুখ হ'য়েছে মলিন
একদৃষ্টে রহি চাহি সমস্ত দিবস
ভানু পানে, অথবা সে ইষ্ট দেবতায়,
না হেরিবে, নিশা আসি দিবে আবরিয়া
তাই ভাবি। কি নিষ্কাম মধুর সাধনা !
সমস্ত কামনা তার যায় পূর্ণ হ'য়ে
ক্ষুদ্র কায়ে প্রাতে যবে বালারুণ দ্যুতি
পড়ে আসি, আত্মহারা সিদ্ধিলাভ করি।
যথা পতিপ্রাণা সতী ভারত গৌরব
কার্য্যশেষে পতি যবে রণক্ষেত্রে মাঝে

পাতিয়া শায়ক-শয্যা লভেন বিরাম,
চাহি পতি মুখপানে চিতানলে সতী
লভেন উপাস্য দেবে জীবন সঁপিয়া।
যেন শুধু জীবনের ছিল প্রয়োজন
'নবোঢ়া' জীবন হ'তে শুধু পতি তরে!
আজি কার্য্যশেষ, প্রভু স্বর্গগত এবে
পারে কি রহিতে দাসী ইষ্টদেবে ছাড়ি?
আসিয়াছে পতিপদ চিহ্ন লক্ষ্য করি
ছাড়ি পিতৃ মাতৃ অঙ্ক, আজি জন্ম শেষে
সে পদাঙ্ক হেরি শুধু যাইবে স্বরগে,
অক্ষয় সিন্দুর বিন্দু ললাটে লইয়া।
পবিত্র ভারতবর্ষ জাত ক্ষুদ্র ফুল,
কর্ত্তব্য পালিয়া প্রাণ সঁপে অবহেলে!
সুশুভ্র উপলখণ্ডে বসি নত জানু
জননী, আবৃত স্কন্ধ আবৃত আনন
কৃষ্ণ কেশ জালে, যেন করী শুণ্ড আসি
পড়িতেছে পদ্মপরে; অশ্রুর হিল্লোলে
নীল ইন্দিবর নিন্দি নয়ন যুগল,
প্লাবিয়া, মুক্তা সদৃশ তরল সলিল
কপোলে বহিয়া বক্ষ বসন ভাসায়!
কাতরে কহিলা দেবী, "নিত্য প্রাতঃকালে
হে মার্ত্তণ্ড, কুলপতি! পূজে শুচি হ'য়ে
তব কুলবধু তোমা, হে জবা সঙ্কাশ!

রক্ষ সুরক্ষণে প্রভু, রক্ষঃ কুলান্তকে
সহ ভ্রাতা ; রাখ দেব ! সীতার বচন
কুলোজ্জ্বলকারী পুত্রে দেখো দয়াময় !
না জানে অর্চ্চনা সীতা, না জানে মহিমা
আপন স্বার্থের লাগি তনয়া তোমার
হে ব্রহ্ম স্বরূপি, তোমা চাহে অর্চ্চিবারে।
ক্ষম তার বাতুলতা, অপরাধী সীতা
চরণ সরোজে, কেন মলিন কিরণে
বিষাদ ব্যথিত দৃষ্টি চাহিছ কাতরে ?
কহ তাহা পূজনীয় ! অথবা কি আজি
কাতরা হেরিয়া মোরে মলিন ভাস্কর ?
আজো উন্মাদিনী সীতা, দেহ শান্তি তারে
হে অন্তর্য্যামিন্ প্রভু, রঘু কুলমনি !
আজন্ম বিষাদ ব্যথা যে অভাগী তরে
ভুঞ্জিয়াছ মহাভাগ ! স্বর্ণ মূর্ত্তি গঠি
কেন তারে এ সম্মান করিছ নৃমনি !
আজিও অভ্যস্ত সীতা 'আর্য্যপুত্র' বলি
জপিতে তোমার নাম, শিখেনি সে দাসী
স্বার্থহীন প্রজা সম পূজিতে তোমারে !
সমস্ত অন্তর রাজ্যে হে রাজা আমার !
যে আসন পাতিয়াছ, জন্ম জন্ম দাসী
দিবে আনি রাজকর ও পদ রাজীবে !
আর কি জনমে তার হেরিবে না প্রভু !

রাজ রাজ্যেশ্বর মূর্ত্তি মহিমা মণ্ডিত
বাহু নেত্রে? এ নিশা কি হবেনা প্রভাত?
সীতার জীবন্ত স্বর্গ সুখ মোক্ষদাতা!”
ভগ্ন হ'ল কণ্ঠস্বর, অজ্ঞাতে কেমনে
গৈরিক অঞ্চল খানি টানি কণ্ঠপরে
নমিলা ভূতলে, আহা! পূর্ব্ব গিরি শিরে
নমে যথা ঊষা, তার ইষ্ট দেবতায়!

অষ্টম সর্গ।

"জননী গো! দ্বার প্রান্তে নিরখ আসিয়া,
তোমার চরণ পদ্মে আনিয়াছি আজি
অর্জ্জিত গৌরব চিহ্ন। বীরত্বের গাথা
শুনি নিত্য রামায়ণে; আজি দেখাইব,
তোমার দুঃখের ধন লব কুশ দোঁহে
মহর্ষির শিক্ষা বলে কি রত্নে আজিকে
ভূষিত হ'য়েছে দেবি! দেখ মা দুঃখিনি!
ম্লান মুখে হাসি রশ্মি ফুটাও মা আজি!
আমাদের চির কাম্য প্রিয় পুরস্কার।
সিংহ শিশু সম মাগো! তব আশীর্ব্বাদে
জগতেরে দেখায়েছি সতীর সন্তান।"
আনন্দ আবেশে ছুটি আসে লব কুশ
দ্বারে রাখি তৃণ রজ্জু আবদ্ধ করিয়া
বীর শ্রেষ্ঠ হনুমানে। আনন্দে তাদের
গদ গদ কণ্ঠস্বর, রাঘব বনিতা
আসিলা আনন্দ চিত্তে পুত্রের সম্মুখে
কহিলা হসিত মুখে,
"দীর্ঘ সারা দিন,
নাহি কিরে এক বিন্দু ক্ষুদ্রঅবসর
আসিতে কুটীরে বৎস! অপরাহ্ন কালে?
একাকিনী গৃহে আমি, শুষ্ক বনফল

কাঁদি খেদে," (প্রদীপের স্তিমিত আলোকে
হেরিলা কোমল কায়ে অস্ত্র ক্ষত শত)
"একি দেখি প্রাণাধিক, কি খেলা খেলিয়া
অস্ত্র ক্ষত সর্ব্ব অঙ্গে রক্ত ধারা বহে !
হা অভাগ্য ! কম কায়ে কোন্ সে নিঠুর
আঘাতিল অস্ত্র, আহা ! শিরীষ কুসুম
কে দিল কণ্টকাঘাতে বিদারিত করি ?
অন্ধের নয়ন তোরা বার্দ্ধক্যে সম্বল,
কেন দ্বন্দ্ব কর কহ রাজ পুত্র সনে
ক্রীড়াচ্ছলে, বয়োজ্যেষ্ঠ সবে তোমাদের।"
অস্ফুট কাতর কণ্ঠে কে চাহে সলিল
দ্বার দেশ হ'তে ? মাতা ছুটিলা বাহিরে
আধ অন্ধকার, আধ গোধূলি আলোকে
হেরিলা অর্দ্ধ চেতন, বদ্ধ অবয়ব
সুদৃঢ় লতা বন্ধনে, পবন কুমার
চির প্রিয় ভক্ত তাঁর পুত্রাধিক চির।
বিস্ময়ে অচিরে মাতা পদ্মকর দিয়া
ঘুচাইলা বদ্ধ বীরে বন্ধন হইতে ;
অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া কহিলা আদরে
"হেথা কি কারণে বৎস ! প্রাণাধিক মোর !
মৃত্তিকা লুণ্ঠিত তুমি কেন এ দশায় ?
কোথা তব প্রভু মোরে কহ বীরমণি !"
পদ্ম গন্ধে স্নিগ্ধ আহা ! বীরের শরীর

স্নেহময় হস্তস্পর্শে লভিল চেতনা !
ধীরে ধীরে অতি ধীরে মেলিয়া নয়ন
হেরিল শিয়রে তার সুধায় কুশল
জননী জনক-বালা রাঘব ঘরণী !
কাঁদিয়া লুটাল বলী মাতৃ পদাম্বুজে,
অক্ষয় স্বর্গে তাহার ; পোষিত যেমতি
কানন কেশরী লুটে প্রভু পদতলে !
উল্লাসে কহিল লব,
"মাগো ! অযোধ্যার
নরপতি রামচন্দ্রে, সহ ভ্রাতৃগণ
সসৈন্যে বধেছি আজি সম্মুখ সমরে,
কপিশ্রেষ্ঠ মহাবীরে এনেছি বাঁধিয়া,
শুনেছি অমর কপি।"
হাহাকার করি
ভূতলে লুটাল সতী শিরে কর হানি
আকুল নয়ন নীরে ভিজিল ধরণী ;
যথা সুশোভিতা লতা নিঠুর কুঠারে
ছিন্ন হ'য়ে পৃথ্বীতলে লুটায় সহসা !
অথবা সরসী জলে বালক-নখর-
বিচ্ছিন্ন পদ্মিনী যথা ভাসে মনোখেদে !
আকুল কুন্তল জালে আবৃত বদন,
ঢাকে যথা পূর্ণচন্দ্রে কাল কাদম্বিনী !
উঠিয়া কপীন্দ্র কহে,

"কি হেরিনু আজি!

বিসর্জ্জিতা মা জানকী নয়ন সম্মুখে
দেখালে বিধাতা আজি ভাগ্যহীনা বেশ!
মাগো! কোথা প্রভু মম, সুধাও তোমার
পিতৃঘাতী পুত্রদ্বয়ে! কত বর্ষ পরে
ও রাতুল পাদপদ্ম হেরিনু নয়নে!
আজি মনে পড়ে, মাগো! স্বর্ণলঙ্কা মাঝে,
রক্ষঃ গৃহে অবরুদ্ধা আছিলে যখন,
দেখেছিনু সন্ত্রাসিতা বিশীর্ণা তোমারে
যথা পদ্মালয়া রমা অম্বুরাশি তলে!
মথি রক্ষঃ বীর্য্য-সিন্ধু করিনু উদ্ধার
বহু দুঃখে, আজি পুনঃ অয়ি লক্ষ্মি সতি!
কহিতে কি কুসংবাদ আসিয়াছে দাস!
এমন মমতাময়ী কুসুম কোমলা
তুমি মা, নন্দন তব কুলিশ-কঠোর!
না টলিলা এক বিন্দু, অনুনয়ে হায়!
নাহি দিলা পরিচয় রাঘব নিকটে;
মহা হিমাচল সম স্ফীত বক্ষ করি
স্থির ছিল রাঘবের সে মহা সংগ্রামে!
পিতৃহন্তা হায় দেবি! ভীষণ সমরে
বধিয়াছে প্রভুগণে। কি কহিব আজি!
জননি! একদা তোমা এসেছিনু বলি
'সত্বরে আসিয়া প্রভু রঘুকুল চূড়া

উদ্ধারিবে কুললক্ষ্মি! বধি দশাননে।’
আজি কোথা সে আশ্বাস? কোথা নরোত্তম?
সুধাও মা, পুত্রে তব কোথা রঘুমণি?
প্রাণপণে নিবারিয়া আক্রমণ হ’তে
জ্ঞানহারা রথপার্শ্বে আছিনু পড়িয়া।
মাগো! পিতৃঘাতী শিশু ধরেছ জঠরে!
অযোধ্যা আঁধার আজি হাহাকারে ভরা!
আনন্দিত পুত্র তব রাঘবে বধিয়া।”
মুছিলা অজস্র ধারা অঞ্চলে জননী!
আরক্ত নয়নদ্বয় যেন রক্তজবা,
সিক্ত সে গৈরিক বস্ত্র; স্ফুরিত অধর;
মহা প্রলয়ের পূর্ব্বে বসুধার মত
প্রশান্ত হৃদয়; আজি জ্বলিতেছে তাহে
দ্বাদশ সূর্য্যের জ্বালা! মুখে ভাসে এক
অপূর্ব্ব কিরণ যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার;
প্রলয় বিষাণ বাজে অন্তরে বাহিরে।
বাহিরে চন্দ্রমা-কর-ধৌত বসুন্ধরা
হাসিছে পুলক ভরে। পনস সুরস
শাল তাল তমালাদি মহামহীরুহে
আবরিত তপোবন; মাঝে মাঝে তার
লতা কুঞ্জ পায় শোভা। কি সেজেছে আজি
চন্দ্র-কিরিটিনী-নিশি নক্ষত্র রতনে।
নীলাম্বরে ‘ছায়াপথ’ কিবা শোভমান!

ধ্যান মগ্না প্রকৃতির অঙ্ক হ'তে শুধু
উষা ভ্রমে ঝঙ্কারিছে পাপিয়া কোকিল!
নিথর জাহ্নবী জল; নাহি বহে তাহে
নৃত্যশীল উর্ম্মিমালা মৃদু শব্দ তুলি।
উঠিয়া জনক সুতা কহিলা কাতরে
"বীর কুলর্ষভ তোমা জানে জগজ্জনে,
অরিন্দম মহাযোদ্ধা বাল্যকাল হ'তে।
হর ধনু ভাঙ্গি প্রভু তুষিলা জনকে;
লভিলে অভাগী সীতা। বীর পুরস্কার
দুর্ভাগ্য আসিয়া তোমা করিল বরণ।
হে সুধন্বা, বালিঘাতি! বানর সহায়ে
স্বর্ণলঙ্কা হ'তে মোরে করিলে উদ্ধার!
রক্ষঃকুল রিপু তুমি ক্ষত্রকুল মণি!
চির সুদুর্দ্ধর্ষ তোমা জানে তব অরি।
ক্ষুদ্র বালকের রণে, তুচ্ছ শরে তার,
দিলে প্রাণ অবহেলে! অভাগিনী সীতা,
আত্ম পরিচয় কথা বহু যত্ন ভরে
রাখিয়াছে সঙ্গোপনে তব পুত্র কাছে।
আপন নন্দন তব পিতৃহন্তা আজি!
সীতার অদৃষ্ট লিপি নিষ্ঠুর নির্ম্মম!
হেরিলে মলিনা যারে পদ্মনেত্র হ'তে
বহিত সলিল ধারা, কাঁদে সে দুঃখিনী,
রক্ষা কর প্রাণ তার!

আজি খেলা শেষ!
বিসর্জ্জিতা অভাগিনী ছিল শুধু নাথ!
সীমন্তে সিন্দূর বিন্দু, শঙ্খ ধরি করে;—
কল্যাণ কামনা তব করি অহর্নিশি;
দীর্ঘ দশ বর্ষ দাসী ছিল অপেক্ষায়;
আজি ফুরাইল সব! উঠ বৎস! তবে,
পুত্রাধিক চিরদিন তুমি মতিমান্!
বন্ধু এই অভাগীর, কর শেষ কাজ,
সাজাও সত্বর চিতা, যথা লঙ্কাপুরে,
অগুরু চন্দন কাষ্ঠে সাজাইলে বলি!
স্নাত হ'য়ে অশ্রুনীরে। নারিবে শোধিতে
তোমার ভক্তির ঋণ এ জীবনে সীতা।
লহ এ নন্দন দ্বয়ে স্মৃতি চিহ্ন মোর!
ইহ জীবনের খেলা শেষ হ'ল আজি।
নির্ব্বাসিতা অভাগিনী যাইবে চরণে,
নববধূ সম তাঁর পদাঙ্ক লক্ষিয়া।
অন্তিমে সে মহাস্বর্গে লভিব মিলন,
যেথা নাহি দুঃখ, ভীতি, বিষাদ বেদনা।
আজি কহি মৃত্যুক্ষণে ওরে লব কুশ!
রাজার কুমার তোরা রঘুকুলজাত!
জাহ্নবী জীবনে মম যায়নি জীবন
তোরা গর্ভে ছিলি বলে শুধুরে বাছনি!
বিদলিতা বিমথিতা এ সীতা-সাগরে

অমূল্য মাণিক তোরা সুধা সঞ্জীবনী
ছিলি যাদু! রাজপুত্র কাননে নিবাস;
বনফলে তৃপ্ত; তৃপ্ত তাপস জীবনে;
সর্ব্বত্যাগী; তৃপ্ত সদা মাতার অঞ্চলে;
দুঃখ নহে তাহা। তোরা রাঘব কুমার,
না পাইলি পরিচয়, শুধু বীর্য্য দিয়ে
জগতে দেখালি, তোরা ক্ষত্রিয় নন্দন!
আজন্ম বঞ্চিত হায়! পিতৃস্নেহ হ'তে,
অবশেষে সমূলেতে নাশিলি সে তরু!
যবনিকা গেল পড়ি ভবিষ্য জীবনে,
না রহিল সুখ আশা! শায়িত সংগ্রামে
খুল্লতাত সিংহবীর্য্য ভরত, লক্ষ্মণ,
শত্রুঘ্ন—শত্রুঘ্ন রণে। যা তোরা ফিরিয়া
পিতৃহীন দীনবেশে অভাগীর ধন!
যেথা অশ্রু বিসর্জ্জিছে সরযূ পুলিনে
আঁধার অযোধ্যা পুর হাহাকারে ভরি
পুত্র শোকাতুরা মাতা কৌশল্যা কৈকেয়ী
সুমিত্রা মমতাময়ী; বল গিয়ে যাদু,
'জননীগো! অভাগিনী জানকীর মোরা
শেষ স্মৃতি-চিহ্ন।' যেথা ঊর্ম্মিলা মাণ্ডবী
শ্রুতকীর্ত্তি; এ যৌবনে বিধবা হায়রে!
অনলে হইল ডালি কোমল প্রসূন।"
অবারিত অশ্রু মুছি কহিলা কুমার

(প্রলয়ে গরজে যথা নীল মেঘমালা)
"দাবানলে দহে দেবি ! ক্ষুদ্র বালকের
অন্তর কুসুম কুঞ্জ, না দাও ইন্ধন !
অসহ্য এ অনুতাপ ! বীর পুত্র মোরা
শ্রীরাম আত্মজ, প্রিয় শিষ্য মহর্ষির—
জননী জানকী তুমি, তেজ বীর্য্য মাগো,
তাই এত অঙ্গে অঙ্গে। কেন না কহিলে
দশরথাত্মজ পিতা অভাগা নন্দনে !
কেন এ কলঙ্ক ডালি,—না ঘুচিবে যাহা
যাবচ্চন্দ্র দিবাকর উদিবে গগনে—
দিলে মা তনয়ে তব ? হায় কি নিয়তি !
ভুল গত কথা দেবি ! চিতার অনলে
জুড়াব অন্তর জ্বালা ; মৃত্যুভয়ে কভু
ভীত কি তনয় তব জীবনে জননি !
কেশরী ঔরসে কভু জনমে শৃগাল ?
ইচ্ছিত মানবজন্ম তব সুখ লাগি
ছিল সদা, কিন্তু ভাগ্য এমনি কঠোর,
পিতৃঘাতী কুলাঙ্গার গঠিল হায়রে !
মরণে ডরিব যদি, বীর দম্ভ ভরে
বাঁধিতাম অশ্বমেধ যজ্ঞ তুরঙ্গমে ?
ক্ষত্রিয় নৃপতি বীর্য্য ছিল কি অজ্ঞাত
তোমার নন্দন কাছে রণক্ষেত্র মাঝে ?
গঞ্জনা না দেহ মাতা ! চল গঙ্গাতীরে

দেখিব মরণ চিহ্ন অঙ্কিত বদনে,
সুপ্ত শৌর্য্য সৌন্দর্য্যের মিলিত মহিমা !
তাই বুঝি পিতা মোরে বলেছিলা হায়,
"কোথা তব পিতা বৎস, জাত কোন কূলে ?"
কটু কহি মহাদম্ভে ডাকিনু সমরে।
তাই এত অনুকম্পা, স্নেহ-শ্লথ-কর
করিল সমর তাত ! ভুলিব কেমনে
অহো ! সে ভীষণ স্মৃতি ! কি অভাগ্য মোর,
সম্ভাষিনু পুত্র আমি অস্ত্র দিয়ে তাঁরে !
জ্বালি অগ্নিকুণ্ড তাহে পশিব দুজনে
আজি দেবি, এক বৃন্তে জন্ম দোঁহাকার,
জীবনান্তে এক সঙ্গে পড়িব ঝাঁপায়ে
পিতার ক্ষমার লাগি জ্বলন্ত হুতাশে।"
পবিত্র নয়নধারা পবিত্র যেন বা
জাহ্নবী জীবন, বহে রক্তগণ্ডস্থলে,
শোকরুদ্ধ কণ্ঠস্বর কি জ্বালা প্রকাশে !
উত্তপ্ত হইল বায়ু দীর্ঘশ্বাস তাপে।
সীতার শান্তির গৃহ বিষাদে মগন,
স্তব্ধ,—যথা ঝঞ্ঝা পূর্ব্বে সুনীল সাগর
অথবা জলদাবৃত নীল নভঃ ছবি।

নবম সর্গ।

প্রশান্ত নিস্তব্ধ আজি শোক মুহ্যমান্
মহানিশি ; মহাদৃশ্য জাহ্নবী সৈকতে !
সে মহা শ্মশান ক্ষেত্রে আজি লীলাশেষে
পতি পদ ধরি শিরে আদর্শ ললনা
ভারত কুমারী এক সহমৃতা হবে !
পৃথ্বী সুতা, রাজঋষি পালিতা শৈশবে,
পৃথ্বী অধিশ্বর স্নুষা, রাজেন্দ্র ঘরণী,
আজন্ম পরীক্ষা-পূতা, চির পতিরতা
দুঃখ-জ্বালা-ময়ী এই বিশাল ধরণী
দিল না জীবনব্যাপী মহা সাধনায়
সিদ্ধি এতটুকু ; শুধু অগ্নি লেলিহান
অন্তরে বাহিরে সদা লভিয়াছে সতী ;
আজি শেষ তার ! প্রতি দুঃখময় দিবা
অবসান হ'য়ে দুঃখে আসিত শর্ব্বরী,
আজি সে দুঃখের নিশি যাবে ফুরাইয়া,
লভিবেন সাধ্বী সতী আপনার তপে
তপোসিদ্ধিরূপী তাঁর ইষ্ট দেবতায়।
সুপবিত্র অশ্রুজলে অশোক কানন,
আর সে জাহ্নবী তীরে বাল্মিকী আশ্রম
প্রতি পদক্ষেপ পূতা বিশাল বসুধা,
ধন্য তার দীর্ঘশ্বাস বহি নিজদেহে

মরুত মণ্ডল, ধন্য অগ্নি পরীক্ষায়
সর্ব্ব ভক্ষ্য হুতাশন, ধন্য শতবার
ধরি বক্ষে সতী চিতা পদধূলি বহি
জননী ভারতভূমি। গৌরব তাঁহার
শ্রেষ্ঠ সহমৃতা সতী ভারত কুমারী ;
ক্ষত্রিয়ের মহাবীর্য্য অসি সাধনায়,
ব্রাহ্মণের সর্ব্বত্যাগী নিস্পৃহ স্বভাবে,
বৈশ্যের বানিজ্যে আর শূদ্রের সেবায়
জাতীয় জীবন পূর্ব্বে আছিল উজ্জ্বল !
আজি কোথা সেই দিন, আজি কোথা হায়,
সেই সুমহান্ দৃশ্য, প্রজ্জ্বলিত চিতা
পাবক শিখারূপিনী সালঙ্কৃতা সতী,
পতি পদ অঙ্কে ধরি লভিছে নির্ব্বাণ !
মৃত্যু ভীতি দূর হ'য়ে কবে পুনরায়
শিখিবে স্বধর্ম্ম তরে মরিতে ভারত ?
এ জড় মরণ গ্রাসে কবে মুক্ত হবে ?
কবে পুনঃ মহাশক্তি ! আনিবি আবার
রত্নময়ী ভারতেরে করিতে উদ্ধার ?
অভয়া বরদা রূপে মহাকালী বেশে
এ মহা শ্মশানক্ষেত্রে আয় মা আজিকে !
বীরেন্দ্র পৃষ্ঠবাহিনি ! অয়ি দশভূজে !
আয় মা পুত্র বৎসলে ! এ পোড়া ভারতে
কে আনিবে সিদ্ধি, শৌর্য্য শিবেরে আবার ?

শিবানি ! সর্ব্বমঙ্গলে ! আয় মা বারেক
করুণা করিয়া এই কাতর সন্তানে !

* * *

ধিকি ধিকি হুতাশন জ্বলিল শ্মশানে,
স্তবধ মূর্চ্ছিত চন্দ্র মেঘ অন্তরালে।
খণ্ড খণ্ড মেঘদল অভ্রমালা মত
আসিছে গগন গায়ে, যেন দেবগণ
আপন বিমানে চড়ি আসিছে বিমানে
হেরিতে সতীর চিতা পুত্রের ভকতি।
নিস্তব্ধ সে মহাক্ষণে গৃধিনী শকুনি,
স্থির হরপ্রিয়া, যেন নিস্পন্দ বিষাদে !
ধীরে ধীরে সুনীরবে মৃতদেহ আনি
স্নান করাইল লব; অগুরু চন্দনে,
চর্চ্চিত করিল অঙ্গ। পুষ্প আনি কুশ
সাজাইল সর্ব্বদেহ ভাসি আঁখিনীরে !
হেরিতে লাগিল দোঁহে অতৃপ্ত নয়নে
গৌরবেতে উদ্ভাসিত রাজ কলেবর,
মৃত্যুর অসাধ্য যেন করিতে হরণ
মহিমার মহাজ্যোতিঃ। অঙ্গ হিম অতি,
নিমীলিত নেত্রদ্বয় কি মাধুরী তাহে !
প্রশান্ত বদনে রাজে শান্তি সুধাময় !
অস্ত্র ক্ষত সর্ব্ব অঙ্গ ধৌত অশ্রুজলে।
দেখ দেব ! আঁখি মেলি কে বসিয়া আজি

যুগল চরণতলে ঢালে আঁখিধারা !
চাহিয়া অনল পানে অশ্রুসিক্ত আঁখি
জননী জনকসুতা কহিলা কাতরে,
"চির স্নেহময় তুমি জানকীর ভালে
বৈশ্বানর ! একবার সাগর সৈকতে
দিয়াছিলে তনয়ারে মহাস্বর্গে তার
অনন্ত আনন্দধাম পতি পদমূলে;
আজিও জুড়াতে জ্বালা রঘুকুলবধূ
এসেছে রাঘব সাথে ; মানব জীবনে
নাহি আর সাধ প্রভু, দেহ দয়া করি
এই বর বৈদেহীরে, পাপ মুক্ত হ'য়ে
আপন পতিরে লভে তোমার প্রসাদে
সুরপুরে।
আর্য্যপুত্র, ভেবেছিনু মনে
তিলে তিলে দগ্ধ হ'য়ে হৃদয় অনলে,
করিব কঠোর তপ, জন্মান্তরে যেন
তোমারি চরণপ্রান্তে পায় দাসী স্থান,
আর না বিচ্ছেদে যেন দহে এ পরাণ।
দীর্ঘ দশবর্ষ পরে পড়িয়াছে মনে
বুঝি এ দাসীর কথা, তাই দয়া করি
লইলে করুণাসিন্ধু ! ও রাঙ্গা চরণে !"
আর না সরিল বাণী—বীণাপাণি করে
নীরবিলা বীণা আহা, মধুর ঝঙ্কারি।
সচকিতে বীর শিশু হেরিলা অদূরে,

জ্যোৎস্নালোকে শুভ্র যেন রজত শিখরী
"ওঁ"কার পবিত্র গাথা উচ্চারিত মুখে,
মৃদুগতি, মহাদীপ্তি দেবনিভ কায়ে,
মহর্ষি বাল্মিকী-পূজ্য গুরু তাঁহাদের।
উঠিয়া কুমারদ্বয় শোকম্লান মুখে,
রুদ্ধ অশ্রুধারা চক্ষে, কৃতাঞ্জলি পুটে
প্রণমিয়া মহর্ষিরে, কহিল বিষাদে,
"প্রভো! এ অন্তিমক্ষণে মহা ভাগ্য মানি
পাইনু দর্শন তব; দেহ পদধূলি,
অন্তিম বিদায় দেহ। কি কুক্ষণে দেব,
শিক্ষা দিলে অস্ত্রবিদ্যা এ অভাগাদ্বয়ে!
তব দত্ত অস্ত্র বলে, দৃপ্ত তব তেজে,
অশ্বমেধ যজ্ঞ অশ্ব বাঁধিনু দুজনে;
বধিনু সম্মুখ রণে শত্রুঘ্ন, ভরতে
লক্ষ্মণ শ্রীরাম সহ, কি কহিব তোমা!
আজি পাই পরিচয় জননীর কাছে—
রঘুনাথ পিতা, মাতা জনক দুহিতা!
পরীক্ষিত বাহুবল পিতারে বধিয়া,
'পিতৃঘাতী' এ কলঙ্ক আঁকিয়াছি তাত,
নির্ম্মল এ শিশুভালে! প্রায়শ্চিত্ত তরে
অনলে সঁপিবে দেহ হতভাগ্যদ্বয়।"
প্রশান্ত মধুর কণ্ঠে কহিলা ধীমান্
"অদ্ভুত বীরত্ব বৎস! অগ্নি কি কখনো
ভস্ম আচ্ছাদিত হ'য়ে পারে রহিবারে?

কত ক্ষণ পারে জ্যোতিঃ লুকাতে ভাস্কর ?
ধন্য আমি তোমাদের অস্ত্র গুরু হ'য়ে !
তোমরাও ধন্য বৎস ! লঙ্কেশ বিজয়ী
সসৈন্যে শায়িত যদি ওই ভুজবলে।
অয়ি সুলক্ষণে ! নাহি পশ চিতামাঝে,
যোগবলে জ্ঞাত আমি সকল কাহিনী,
আয়ুঃ হীন নহে রাম; হের লক্ষ্মি অয়ি !
মৃত সঞ্জীবনী সুধা লভিয়াছি আমি,
অচৈতন্য রঘুনাথ জাগিবে অচিরে।
অন্তরালে যাহ বৎসে, না রহ সম্মুখে।
ভগবান্ ! পূর্ণ কর তব মনস্কাম
শিশুর জীবন ভরি শৌর্য্যে ইহাদের
যেন সমুজ্জ্বল হয় সমস্ত ভারত ;
এ প্রাচ্য গগনে যেন নব সজ্জা পরে
আর্য্যের গৌরব রবি, লভে মহাযশঃ,
সুসাশনে পূর্ণ যেন হয় ধরাধাম,
রাম রাজ্যে যথা নাথ !"
নীরব ধীমান্
পাষাণ পুত্তলী সম স্থির অবিচল—
ভাস্কর গঠিত যেন ভাস্বর প্রতিমা।
দৃষ্টি ইহলোক ছাড়ি পরব্রহ্ম পদে
মিলিয়াছে, হৃদিপদ্ম উঠেছে ফুটিয়া,
নীরবে নমিলা সেথা ভক্তি ভরা প্রাণে !

* * *

চৈতন্য পাইয়া প্রভু জানকী বল্লভ,
হেরিলা বীরেন্দ্র তাঁর ভ্রাতা তিনজন
জাগিয়া মেলিছে আঁখি অবসন্ন কায়ে।
সবিস্ময়ে নরনাথ হেরিলা শিয়রে,
(যেন ধন্বন্তরি-নিজে) ঔষধি লইয়া
দাঁড়াইয়া মহাঋষি চ্যবন নন্দন।
স্নিগ্ধ দৃষ্টি মুখে তাঁর পতিত নীরবে
হেরিছেন মৃত্যুম্লান মুখাব্জ কেমনে
রক্ত ধারা লভি পুনঃ হ'তেছে উজ্জ্বল!
শুষ্ক তরু যথা মরি! বসন্ত দিবসে
সুরসেতে যায় ভরি নব কিশলয়ে।
শিথিল ধমনী ক্রমে রক্তধারা বহে,
ক্রিয়াশীল হৃদ্‌পিণ্ড, মস্তিষ্ক সবল,
নষ্ট স্মৃতি জাগে চিত্তে, উঠিয়া বসিয়া
নমিলা বিনয়ে প্রভু মহা কবিবরে!
কাতরে কহিলা তাঁরে,
"যদি কৃপা করি
দিলে প্রাণদান প্রভো! অভাগা কিঙ্করে,
বাঁচাও এ কপিসৈন্য রাক্ষস সংহতি!"
সুধীরে কহিলা ঋষি,
"হের রঘুপতি,
জাগিল আহত সেনা ঔষধি পরশে,
তব ভ্রাতৃত্রয় সহ—জাগে যথা নর
নিশা শেষে সুপ্তি হ'তে সতেজ শরীরে!

কি সাধ্য আমার হেন বাঁচাইব যাহে
মৃত জীবে! প্রাণদাতা আপনি বিধাতা।
বহু ভাগ্য বলে আজি পাইনু তোমারে
এ কাননে রঘুমণি! অতিথির বেশে।
ক্ষম মম শিশুমতি শিষ্য অপরাধ,
আতিথ্য লইয়া কর কৃতার্থ আমারে।
নরনাথ, সত্যব্রত দশরথ বলী,
সত্যপ্রিয় পুত্র তুমি দেব ভক্ত সদা;
আব্রহ্ম ভুবনে শুনি তব কীর্ত্তি গাথা
চির স্মরণীয় রবে, রঘুকুল চূড়া!
ক্ষমা, শান্তি, স্মৃতি, ধৃতি, বিদ্যা, বীর্য্য, মেধা
একাধারে মূর্ত্তি ধরি নিবসে তোমাতে!
হে ক্ষত্রকুল গরিমা! চল মম বাসে
শ্রান্তি দূর করি বৎস! ফিরিও আলায়।"
সুগম্ভীর শঙ্খধ্বনি জানাইল জীবে
নিশি অবসান, উষা আসিল নামিয়া
(মানব সৌভাগ্য যথা জীবনের কূলে)
সুমেরু শিখরী শিরে; সাম বেদ ধ্বনি,
উচ্চারিলা উচ্চে যত তাপস সকল।
শুকতারা ম্লান মুখে রহিল চাহিয়া
বিস্তৃত গগন বক্ষে। পূর্ব্ব নভস্থল
রঞ্জিত সুবর্ণ রাগে। ফুলবালা যত
নিরখিতে রাঘবেরে, বন পথ পাশে
মেলিলা নয়ন যেন হাসিয়া মধুরে।

তরু শিরে ধীরে ধীরে বিহঙ্গমগণ
জাগিয়া ধরিল তান, যথা গঙ্গাতীরে
গাহিছেন গঙ্গা স্তোত্র "মাতর্গঙ্গে" বলি
তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহর্ষি সকল,
অনুকারি ফুকারিছে শ্যামা শুক শারী।
শান্তি দেবী মূর্ত্তিমতী এ দিব্য আশ্রমে।
দেবতার ভূমি নহে পবিত্র এমন
সেথা আছে রাজ্য লিপ্সা, আছে দ্বন্দ দ্বেষ
হেথা শান্তি অবিচল নিত্য নবরূপে!
সুব্রত দীক্ষিত সদা সদাচার রত
তপোনিষ্ঠ ঋষিগণ আর্য্যাবংশধর!
কহ মোরে আজি তুমি ওহে শব্দবহ!
শত যুগ যুগান্তের স্মৃতিবহ তুমি
কত 'বাজপেয়' কত শত অশ্বমেধে
পরিস্কৃত পূতগন্ধি হোমানল ধূমে!
কহ মোরে মহামতি! ফিরিবে কি পুনঃ
সেই ধর্ম্মপ্রাণ যুগ আবার ভারত?
কোথা রসাতল বাসে নিয়াছে ভাসায়ে,
সেই সাধনার ক্ষেত্র সোনার ভারত?
অযোধ্যা সরযূ তীরে আজিও তেমনি,
কোথায় শ্রীরাম? হায়! রাম রাজ্য কোথা?

সমাপ্ত।